

শ্রাদ্ধতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত

[হিন্দু সমাজ পত্র "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত।]

—:**:—

কাশীধাম

অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-রক্ষা মহাসভার পক্ষে

শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক সমিতি লিমিটেড প্রেসে

শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৭।

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।



ভূমিকা।

পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব" নামে একখানি স্মৃতি শাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে সময়ের হিন্দুসমাজে ঐরূপ একখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের একান্তই আবশ্যক ছিল। হিন্দু-সমাজের ঘোর বিপ্লবের দিনে এ সময়ে আবার আর এক ছাঁচে ঢালিয়া, আধুনিক পাঠকগণের পাঠোপযোগী করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রীয়তত্ত্ব হিন্দু জনসাধারণ মধ্যে পুনঃ প্রচারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার, ঢাকার পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সভার, এবং কাশীর ব্রাহ্মণ রক্ষা সভার সংশ্রবিত শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রাধ্যাপক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে আকর্ষণ করাতেও এই অতি শ্রমসাধ্য কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া, হিন্দু-সমাজ-তত্ত্ব অনুশীলনে দত্ত-চিত্ত শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরকেই স্বয়ং এই কার্য্যভার লইতে আমরা অনুরোধ করি। অসুস্থ শরীরে, অর্দ্ধশয্যাগত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি এই গ্রন্থের অনেকাংশ নিজ মুখে বলিয়া দিয়া অন্য দ্বারা লিখাইয়াছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত পুত্র শ্রীমান্ কুমার শান্তিশেখরেশ্বর রায় এম, এ, তাঁহার উপদেশ অনুসারে

নানা দেশের ইতিহাস গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। এতদভিন্ন পণ্ডিত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ ও রামদত্ত শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এই সকল কারণেই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, এই পুস্তিকার টাইটেল পেজ মুদ্রন সময়ে, তাহার নামের নিম্নে "রচিত" শব্দ স্বহস্তে কাটিয়া দিয়া তিনি "সঙ্কলিত" শব্দ সে স্থলে লিখিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন,—যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" সর্ব্বক্ষণ চক্ষু সম্মুখে রাখিয়া উহারই বিস্তৃতি বা এক প্রকারের ভাষ্য স্বরূপ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সকল তিনি সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই গ্রন্থকারের নিকট বিপুল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ ঐ শ্রাদ্ধতত্ত্বের নামেই ইহার নামকরণ হওয়াই তিনি সুসঙ্গত মনে করেন। মৃত স্মার্ত্ত ভট্টাচর্য্যের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধামুলক তাঁহার এই উপেদেশ বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া, রঘুনন্দনকৃত সংস্কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব গ্রন্থের ইহা ঠিক টিকা বা অনুবাদ স্থানীয় না হইলেও, এই পুস্তিকার নাম "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" রাখা হইল। ইতি তারিখ ১০ই ভাদ্র, ১৩২৭।

শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা।

সম্পাদক, ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা, কাশী।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

(শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত)

শ্রাদ্ধ কি? কিভাবে কোন সময় হইতে এদেশের ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রাদ্ধ প্রথার প্রবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ হইয়াছে? অন্যান্য দেশবাসীগণ মধ্যে শ্রাদ্ধের ভাব ও অনুকল্প বিস্তার কি ভাবে কত কাল হইতে সংঘটিত হইয়াছে? ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কতদূর নিগূঢ় ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে? বেদ, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে কত প্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? ঐ সকল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতার এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় তাঁহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কত প্রকার ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে? এবং তাহা কি ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে? ইহলোকবাসীদের সহিত পিতৃলোকবাসীদের অধ্যাত্ম সম্বন্ধকে সন্নিকট ও ঘনিষ্ঠতর করিবার কার্য্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কিরূপে সহায়তা করে? শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অকরণের প্রত্যবায় কি? লৌকিক স্থূলদৃষ্টিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রয়োজনতা কিরূপে উপলব্ধি করা যাইতে

পারে? শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় এই দশটি অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা এই প্রস্তাবে করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

আস্তিকতার-সুদৃঢ়-ভিত্তি-ভূমির উপরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্যবস্থিত। যেখানে আস্তিকতা নাই অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান নাই, সেখানে পরলোকের চিন্তা নাই, আর যেখানে পরলোকের চিন্তা নাই, সেখানে শ্রাদ্ধ তর্পণেরও কথা নাই। যেখানে ভবিষ্যৎ নাই সেখানে ভবিষ্যৎ ভাবনারও প্রয়োজনাভাব। কাজেই নিঃসংশয়ে একথা বলা যাইতে পারে যে আস্তিক্য জ্ঞানের উপরেই এদেশের ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের আচরিত শ্রাদ্ধ প্রথার মূলতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। আস্তিক্য জ্ঞান কি? একথার আলোচনা এখন এখানে করিব না। সংক্ষেপে এস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে—এই রক্ত মাংসাদিতে সংগঠিত স্থূল দেহের অতিরিক্ত আরও একটা কিছু আমাতে রহিয়াছে সেইটা লইয়াই আমার এই আমিত্ব বোধ আর যাহাকে ধরিয়া আমার এই আমিত্ব বোধ এবং যাহাকে ধরিয়া, আমাকে আমি "আমি" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, সেই আমি পূর্ব্বে ছিলাম, এখন আছি, ইহার পরেও থাকিব, এবম্বিধ ত্রিকাল ব্যাপক বা সর্ব্বকাল ব্যাপক আমার নিজ সত্ত্বাজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আস্তিক্য জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এজন্য পরকালের ও পরলোকের চিন্তা, ইহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বিজড়িত। শ্রাদ্ধতত্ত্ব

বুঝিতে কৌতুহলী হইলে, পরকালতত্ত্বও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে একটু চেষ্টা করিতে হইবে।*

১। শ্রাদ্ধ কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে 'অমরসিংহ' তাঁহার কৃত অভিধানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"শাস্ত্রোক্ত বিধানেন পিতৃকর্ম্ম।" পুলস্তমুনির বচন উদ্ধৃত করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাহার রচিত শ্রাদ্ধতত্ত্বগ্রন্থে বলিয়াছেন "সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতং। শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" বাঙ্গালার অভিধান সংকলিতা জ্ঞানবাবু তাঁহার কৃত "বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে" বলিয়াছেন "মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রযুক্ত যাহা দান করা বা যে অনুষ্ঠান করা যায়" তাহারই নাম শ্রাদ্ধ। এইরূপ বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষার অভিধানাদি নানা গ্রন্থে শ্রাদ্ধ শব্দের নানা অর্থ বুঝাইতে যদিও চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু শ্রাদ্ধ শব্দের এইরূপ কোন আভিধানিক ব্যাখ্যাকেই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে

---

* শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত "পরলোক-তত্ত্ব" পুস্তকে পরলোক সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এজন্য এ প্রস্তাবে উহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

(প্রকাশক।)

কোন বস্তু দেওয়াকেই শ্রাদ্ধ বলা যাইতে পারে না। পিতৃলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বে জীব কিছুকাল প্রেতভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে পারেন। সে সময়েও তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই সময়ের শ্রাদ্ধকে "প্রেত-শ্রাদ্ধ" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। গয়াতে কেবল মৃত নর নারীর নয়, মৃত পশু পক্ষীর সদ্গতি কামনাতেও বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। কেবল এইমাত্র নহে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবিত মানুষেও তাহার সদ্গতি উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়া যে সম্পন্ন করিয়া রাখিতে পারেন এইরূপ ব্যবস্থাও আছে। * এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া "শ্রাদ্ধ কি ?" বুঝাইতে চাহিলে বলিতে হইবে—রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা ত্বগাদি সম্বলিত মর্ত্ত্যদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত পাঞ্চভৌতিক একটা সূক্ষ্মতর দেহ-প্রাপ্ত জীবের সদ্গতি প্রাপ্তির অনুকূল শাস্ত্রোক্ত-বিধি-বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের নাম শ্রাদ্ধ। অনু-ষ্ঠাতার হৃদয়ের শ্রদ্ধাই হইতেছে এই ক্রিয়ার প্রধান

---

* "ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্তমাত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥
পিতাহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং তৎপিতা প্রপিতামহঃ।
আত্মন্যাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীঃ ॥
উত্তরাভিমুখোভূত্বা পূর্ব্ববৎ কল্পিতাসনে।
আবাহ্যাত্মপিতৃন্ দেবি দদ্যাৎ পিণ্ডং সমর্চ্চয়ন্ ॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

উপাদান, এই জন্যই ইহাকে বলা হয় "শ্রাদ্ধ"। যেখানে দেবভোগ্য মধু, ঘৃত, পরমান্নাদি নানা উপাদেয় উপকরণ একত্রীভূত করা হইয়াছে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছেন, অথচ সে সময়ে যদি, আন্তরিক শ্রদ্ধা বিরহিত হইয়া কেবল লোক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তিনি ঐ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকেন, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে উহা শ্রাদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হইবে না। আবার অন্যস্থলে, সকল বস্তুই ঐরূপ বিরাজিত আছে এবং কর্ম্মকর্ত্তার হৃদয়েও শ্রদ্ধা আছে কেবল বিধি বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে, মনে কর 'রবি বাবুর' রচিত একটা বাঙ্গালা গান গাইয়া পিণ্ডদান করা হইতেছে, সেখানে ব্রাহ্মণের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে বসিলে, ঐরূপ ক্রিয়াকেও শ্রাদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। "শ্রাদ্ধ কি?" বুঝিতে ইচ্ছা করিলে কেবল আস্তিক হইয়াই উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না, অথবা কেবল অভিধানের সহায়তা লইয়া শব্দার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেও হইবে না, পরন্তু শাস্ত্রীয় মার্গে অতীব সযত্নে ও সাবধানে পদ বিক্ষেপ করিয়া এরূপ একটা অতি পবিত্র ও উচ্চস্থানে আমাদিগের হৃদয়কে আনিয়া উঠাইতে হইবে যে,—সেখান হইতে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন সময়ে ইহলোকবাসী শ্রাদ্ধকর্ত্তার মস্তক, পরলোক-বাসী পিতৃপুরুষের হস্ত সম্প্রসারিত সস্নেহ আশীর্ব্বাদ ধারণের সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছে, ইহা সম্যক প্রত্যক্ষীভূত

হইতে পারে। ইহা কাব্য কথা নহে। ইহা পূর্ব্বেও হইয়াছে এবং যথাবিধি কার্য্যানুষ্ঠান করিলে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারে।

২। কিভাবে কোন সময় হইতে এদেশের ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রাদ্ধ প্রথার প্রবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ হইয়াছে ?

এরূপ প্রশ্ন আধুনিক প্রাচ্য-তত্ত্ব-সংগ্রাহকদের মুখেই শোভা পায়। ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি লইয়া প্রশ্নের সমাধান করিতে উপস্থিত হইলে মুক্তকণ্ঠে একথা বলিতে হইবে যে,—কোন একটা পরিমিত সময় হইতে ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রাদ্ধ প্রথার প্রবর্ত্তন হয় নাই, কারণ কোন একটা পরিমিত সময় হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয় নাই এবং ব্রাহ্মণের আচরণীয় কার্য্যাদিরও সৃষ্টি হয় নাই। বেদ নিত্য, ব্রাহ্মণ নিত্য, ব্রাহ্মণের আচরণীয় সর্ব্ববিধ বৈদিক-কার্য্যও নিত্য ; কাজেই ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানও নিত্য। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগ ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। তৎপূর্ব্বেও অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্বে আর এক সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগেও ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এরূপ অনন্তকাল ব্যাপিয়া অসংখ্য প্রলয়ের পূর্ব্বে ও পরে অসংখ্য চতুর্যুগ-প্রবাহ ধারায় ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। এই জন্যই বলিতে

হইল, কোন একটা সময় বিশেষ হইতে ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রাদ্ধ প্রথার প্রবর্ত্তন হয় নাই। তবে বর্ত্তমান কলিযুগে,—এসময়ে এদেশের ব্রাহ্মণ সমাজে সর্ব্ববিধ বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ-দশা উপস্থিত হইয়াছে সেইরূপ ইতি-পূর্ব্বেও আরও অসংখ্যবার কলিযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছিল; এবং সত্যযুগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজে বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানও উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে, বরাহ-পুরাণের বর্ণনাতে আমরা দেখিতে পাই, মনুবংশজাত আত্রেয়ের পুত্র নিমি নামক এক ঋষি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে সযত্নে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।*

---

* ধরণ্যুবাচ।—

কোহসৌ পুনঃ পিতৃযজ্ঞস্য কথমেব প্রপূজ্যতে।
কেন চোৎপাদিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্নর্থে কিমাত্মকং॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ বদস্ব মে॥

বরাহ উবাচ।—

মনোস্তু বংশসম্ভূত আত্রেয় ইতি বিশ্রুতঃ।
আত্রেয়স্যাত্মজো বিপ্রো নিমিনামা তপোধনঃ॥
নিমি-পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বর্ষানাঞ্চ সহস্রানি তপস্তপ্ত্বা বসুন্ধরে।
মৃত্যুকালমনুপ্রাপ্তস্ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ॥

রামায়ণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এবং মহাভারতে যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক তাঁহাদের পিত্রাদির সদ্গতি প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবার বর্ণনা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য পুরাণেও ঋষিগণ এবং রাজগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রুচি নামক মুনির উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে— পূর্ব্বকালে রুচি নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি মমতা অহঙ্কার, প্রভৃতি শূন্য হইয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেন। তাহাকে সাংসারিক ব্যাপারে অনাসক্ত দেখিয়া তাঁহার পিতৃগণ বলিয়াছিলেন যে, বৎস! কেন তুমি পুণ্যময় দারপরিগ্রহ করিতেছ না? দারপরিগ্রহই স্বর্গ এবং অপবর্গের

নষ্টঞ্চ তং সুতং দৃষ্ট্বা নিমেঃ শোক উপাবিশৎ।
পুত্রশোকাভিসংযুক্তো দিবা রাত্রৌ চ চিন্তয়ন্॥
নিমিঃকৃত্বা ততঃ শোকং বিধিনা তত্র মাধবি।
তমেব গতসঙ্কল্পস্ত্রিরাত্রে প্রত্যপদ্যত॥
তস্য প্রতি বিশুদ্ধস্য মাঘমাসে তু দ্বাদশীং।
মনঃ সংস্হৃজ্য বিষয়ং বুদ্ধিবিস্তার গামিনী॥
স নিমিশ্চিন্তয়ামাস শ্রাদ্ধকল্পং সমাহিতঃ।
যানি তস্যৈব ভোজ্যানি মূলানি চ ফলানি চ॥
যানি কানি চ ভক্ষ্যানি নবঞ্চ রসসম্ভবং।
যানি তস্যৈব চেষ্টানি সর্ব্বমেতদুদাহরৎ॥

হেতু, বিবাহ না করিলে সকলই বৃথা। গৃহীগণ স্বাহা শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবগণের, 'স্বধা' শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃগণের, এবং অন্নদানে ভূতাদি অতিথিগণের পূজা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি মোহ বশতঃ দেবগণের, আমাদিগের, এবং ভূতগণের ঋণ হইতে মুক্ত না হইয়াই (সন্তান উৎপাদন না করিয়া) সুগতি লাভ করিবার অভিলাষ কি উপায়ে পূর্ণ করিবে। পিতৃগণের এই সকল বাক্য শুনিয়া রুচি বলিলেন—দারপরিগ্রহ অত্যন্ত কষ্টকর, পাপের এবং অধোগতির কারণ; গাত্রে পঙ্ক লেপন করিয়া ধৌত করা অপেক্ষা দূর হইতে গমন করিয়া তাহাকে স্পর্শ না করাই ভাল; এই কারণে আমি দার-পরিগ্রহ করি নাই। পিতৃগণ বলিলেন—"জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপ্রক্ষালন করা উচিৎ, কিন্তু বৎস! তুমি পঙ্ক লেপনের পথেই গমন করিতেছ"। পিতৃবাক্য শ্রবণান্তর তিনি কন্যাভিলাষী হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তারপর অতি কঠোর ভাবে ব্রহ্মার তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে—"তুমি পিতৃ-গণের অর্চ্চনা কর, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তুমি পুত্র উৎপাদন করিয়া অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে, পরে প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়া সফলকাম হইবে।" তাহার পর রুচি নদীতে গিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। এবং "নমস্যেহহং পিতৄন্

ভক্ত্যা” ইত্যাদি স্তব করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত শরীরে জগদ্ব্যাপক এক মহান্ তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি “অমূর্ত্তানাঞ্চ মূর্ত্তানাং পিতৃনাং দীপ্ততেজসাং” ইত্যাদি স্তব আরম্ভ করিলে এক পরমা সুন্দরী কন্যা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন”। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ ও পিণ্ড দানের জন্য বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদনের কতই প্রয়োজন, এই উপাখ্যানে তাহা অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে * ।

পুরাণের অনেক স্থানেই এইরূপ শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া ব্রাহ্মণ কুমারগণকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অনুরক্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না যে—অতি পূর্ব্বকালে এদেশে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না পরন্তু এই সকল পুরাণ প্রচারের সময় হইতেই এদেশে শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে! দুঃখের বিষয় ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি প্রবীণ পণ্ডিতগণও এইরূপ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত কতকটা সমর্থন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের কেহ কেহ এরূপ অপরূপ

---

* রুচি মুনির এই উপাখ্যান যিনি বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি নবম ভাগ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যক ত্রিশূলের পিতৃলোক শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"বৈদিক যুগে এদেশে শ্রাদ্ধপ্রথা প্রচলিত ছিল না," তাহার কারণ তাঁহারা বলেন 'বেদে 'শ্রাদ্ধ' শব্দের উল্লেখ নাই।" এ যুক্তি অনুসারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে "বৈদিক যুগে বেদও এদেশে প্রচলিত ছিল না" বলিতে হয়! কারণ এখনকার মুদ্রিত বেদের মধ্যে "বেদ" শব্দও দেখিতে পাওয়া যায় না!! ফলতঃ চারি বেদই দেবগণ এবং পিতৃগণের স্তব স্তুতি, পূজা উপাসনার কথাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বেদ হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। সর্ব্ব জাতীয় পাঠকের সম্মুখে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ, এজন্য যে সকল পাঠকের বেদ দেখিবার অধিকার আছে এবং যাঁহারা বেদে কি ভাবে শ্রাদ্ধ তর্পণাদির উল্লেখ করা হইয়াছে জানিবার বাসনা হৃদয়ে রাখেন, তাঁহাদের দৃষ্টি শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার ২য় অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক মন্ত্রে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। মহীধর ভাষ্যে এই বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হইয়াছে—

"হে পিতর! যূয়ং অত্র কালে, স্থানে, কর্ম্মণি বা, দত্তং পিণ্ডং যথাভাগং যো যস্য ভাগঃ তং, আবৃষায়ধ্বম্ সম্যগ-ভিলষন্ত ততশ্চ মাদয়ধ্বং তৃপ্যত। প্রার্থিতা তে পিতরঃ যথাভাগম্ যো যস্য ভাগঃ তং, আবৃষায়িষত সম্যগভিলষিত-বন্তঃ, ততঃ অমীমদন্ত তৃপ্তবন্তশ্চ।"

"উপরি উদ্ধৃত ভাষ্যের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই— 'হে পিতৃগণ! আপনারা এই কার্য্যে (সময়ে অথবা স্থানে) দত্ত পিণ্ড নিজ নিজ ভাগানুসারে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হউন। (প্রার্থিত সেই পিতৃগণ) যথাভাগে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন।"

ঐ সংহিতার পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়েরই চতুস্ত্রিংশৎ মন্ত্রের মহীধর ভাষ্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"হে আপ! যূয়ং 'স্বধা' পিতৃনাং তৃপ্তিহেতুভূতা' স্থ' ভবথ। 'উর্জ্জং', 'ঘৃতং' 'পয়ঃ' 'অমৃতং' ইতি প্রসিদ্ধমেতৎ পরিস্রুতং 'কীলালং' জলং বহন্তী বহন্ত্যো ধারা যূয়ং মে মম পিতৃন্ আহুতান্ তর্পয়ত তৃপ্তিং গময়ত॥"

এই ভাষ্যাংশের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ এই :—

"হে জল! আপনারা পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু হউন। উর্জ্জ, ঘৃত পয়, অমৃত, (স্বনাম প্রসিদ্ধ) পরিস্রুত জল বহন করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদন করুন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার উনবিংশ অধ্যায়ের অষ্ট চত্বারিংশৎ শ্লোকের মহীধর ভাষ্য :—

"হে অগ্নে! ত্বা ত্বাং, নিধীমহি আদধীমহি, আধানং তব কুর্ম্মঃ ইতি যাবৎ, বয়মিত্যধ্যাহার্য্যম্। কিং ভূতা বয়ং ত্বামুশন্তঃ ইচ্ছন্তঃ, কিঞ্চ ন কেবলমুশন্ত, বয়ং ত্বাং সমিধীমহি প্রজ্জ্বালয়ামঃ, তঞ্চ অস্মাভিরাহিতঃ সন্ পিতৃন্ অগ্নিস্বত্তাদীন্

আবহ আবাহয়। কিম্ভূত স্বং? উশন্ পিতৄন্, ইচ্ছন্ কিংভূতান্ পিতৄন্? উশতঃ ইচ্ছতঃ। কিমর্থমাবাহনামিত্যাহি:— আবাহনীয়ে অস্মদ্দত্তস্য হবিষোঽত্তবে অদনার্থং। হে অগ্নে! আধানজ্জ্বলনাভ্যাং আরাধিতস্ত্বং পিতৄন্ অস্মাকং শ্রাদ্ধদেয়স্য হবিষো ভক্ষণার্থং আনয় ইত্যর্থঃ।"

এই ভাষ্যের বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ:—

"হে অগ্নি! আমরা, আপনি আমাদের পিতৃগণকে আনয়ন করিবেন অভিলাষ করিয়া, আপনাকে স্থাপিত এবং প্রজ্জ্বালিত করিতেছি। আপনিও আমাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া, অভিলাষী (অগ্নিস্বত্তাদি) পিতৃগণকে আমাদিগের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করিবার জন্য আহ্বান করুন।"

বেদে যে কেবল পিতৃগণের উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রার্থনাদি করিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, পরন্তু যাঁহারা পিতৃলোক পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিতে পারেন নাই অর্থাৎ যাঁহারা প্রেতভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও অনেক স্থানে অনেকরূপ কথা আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের একশত পঞ্চ-পঞ্চাশৎ সূক্তে প্রেত ভাবাপন্নের সদ্গতি সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা রহিয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে ঐ মন্ত্র উদ্ধৃত না করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত-বাঙ্গালা-অনুবাদ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়; কেহ কেহ ঘৃত সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর

স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত! তুমি তাহাদিগের নিকট গমন কর।"

"যাঁহারা তপস্যা বলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন; যাঁহারা তপস্যা বলে স্বর্গে গিয়াছেন; যাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন কর।"

"যাঁহারা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন; কিম্বা যাঁহারা সহস্র দক্ষিণা দান করেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।"

রমেশচন্দ্র দত্তের ঐ পুস্তিকার আর এক স্থান হইতে আর কয়েকটী পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ইহাকে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের একশত একত্রিংশৎ সূক্তের বঙ্গানুবাদ বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"পূরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। প্রাচীনকালে যাঁহারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি।"

"সাতজন দিব্য ঋষি স্তব সমূক ও ছন্দ সংগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন, যেরূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে তদ্রূপ সেই বিদ্বান ঋষিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।"

পিতৃগণের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদায়ক অনেক কথাই আমরা বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাই। এই শ্রদ্ধাকে আবার দেবতা জ্ঞান করিয়া ঋষিগণ শ্রদ্ধাকেই কত স্তব স্তুতি করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করি; মধ্যাহ্ন-কালে ডাকি; যখন সূর্য্য অস্ত যান, তখন ও শ্রদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাযুক্ত করিয়া দাও।"

ইউরোপীয় প্রখ্যাত নামা পণ্ডিত হুইটনীর কৃত অথর্ব্ব-বেদ সংহিতার অনুবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"That they are buried, and they that are scattered away, they that are burned and they that are set up—all those Fathers, O Agni, bring thou to eat the oblation.

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ—

যাঁহাদিগের দেহ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছে, যাঁহাদিগের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ইতঃস্তত নিক্ষেপ করা হইয়াছে, যাঁহাদের দেহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা হইয়াছে সেই সকল পিতৃগণকে, হে অগ্নিদেব, আমাদের প্রদত্ত এই পিণ্ড ভক্ষণ করিবার জন্য আপনি আনয়ন করুন।

উহারই আর এক স্থান হইতে আরও কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Unto the heavenly world shalt thou conduct us; may we be united with wife, with sons; I grasp her hand; let her come here after me." *

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ—

দিব্যলোকে আপনি আমাদিগকে লইয়া চলুন। যেন সেখানে আমরা পত্নী ও পুত্রাদির সহিত সম্মিলিত হইতে পারি। সেখানে পত্নীর পুনর্ব্বার পাণি গ্রহণ করিতে বা হস্তধারণ করিতে যেন সমর্থ হই। আবার যেন আমার পশ্চাতে তাঁহাকে আমি পাইতে পারি। ধ্বংশ যেন আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে এবং আমরা যেন নষ্ট দশা প্রাপ্ত না হই।

আমেরিকায় এসময়ের প্রেত বাদীদের কথার সহিত অথর্ব্ববেদের এই অংশের উক্তির সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার সামগ্রী।

৩। অন্যান্য দেশবাসীগণ মধ্যে শ্রাদ্ধের ভাব ও অনুকল্প বিস্তার কি ভাবে কতকাল হইতে সংঘটিত হইয়াছে?

ইতিপূর্ব্বে এই প্রস্তাবের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি—শ্রদ্ধানুষ্ঠান প্রথা, লোক বিশেষ দ্বারা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়

নাই, উহা নিত্য ও সনাতন। এই উক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য যদি কোন প্রমাণ উপস্থিত করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে সে বিষয়ের অকাট্য একটা প্রমাণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানীয় মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহই প্রদান করিতেছে বলিতে বাধা নাই। সুসভ্য ইয়োরোপীয়ান ইতিহাসবেত্তাগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের বাস ভূমি এই পৃথিবীর বয়ক্রম কেবল পাঁচ হাজার বর্ষ মাত্র! কাজেই পাঁচ হাজার বর্ষের অধিক পুরাতন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের অস্তিত্বই আদৌ তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতের এবং চীনাদি দেশের মানবীয় ভাষাতে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ অনেক পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইজিপ্ট দেশের পিরামিড্ মন্দিরে খচিত চিত্র গুলিই সর্ব্ব প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ যোগ্য সামগ্রী। কাজেই, ইজিপ্টদেশের অতি প্রাচীন নির্ম্মিত এই সকল বৃহৎ পিরামিড়ের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রে প্রাচ্যতত্ত্বের যতটুকু জ্ঞাতব্য কথা আমরা জানিতে পারি সর্ব্বাগ্রে তাহারই উল্লেখ এখানে করিতেছি। মন্দির গাত্রে অঙ্কিত চিত্রের কথা দূরে থাকুক, ইয়োরোপীয়ান ঐতিহাসিক-গণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে এই বিরাটাকার পিরামিড্ মন্দিরগুলি নিজেই ঐ দেশবাসী পূর্ব্বতন কালের রাজ-গণের পিতৃপিতামহদের নামে উৎসর্গী কৃত, তাঁহাদেরই

মঙ্গলোদ্দেশ্যে বিনির্ম্মিত তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।* এই সকল মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন দেবদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত নাই, পরন্তু ইহার গর্ভে কেবল মৃত দেহই সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি এতদূর সুকৌশলে শিল্পবিদ্যার সাহায্যে এই সকল মৃতদেহ এখানে এমন সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল যে মন্দির খনন করিতে করিতে আজিও যে সকল মৃতদেহ এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহা প্রায় সদ্য মৃতদেহের ন্যায় পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল মন্দিরের গাত্রে নানাবিধ পশু পক্ষী ফল মূলাদি খাদ্য সামগ্রীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—এ সমস্তই মন্দির মধ্যে প্রোথিত দেহধারীগণের জীবাত্মার প্রীত্যর্থে তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী বিষয়ক স্মৃতির উন্মেষণ দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন জন্য তাঁহাদেরই বংশধরগণের দ্বারা এই ভাবে এখানে অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে†।

* Pierre Loti's EGYPT দ্রষ্টব্য।

† "The inscriptious prove the existence of a time when funeral sacrifices on a large scale were offered to the manes of the rich, but the lavishness of the pictured offerings sug-

শত সহস্র বৎসর অতীত হইল, প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই বিলুপ্ত জাতীয় অস্তিত্বের একমাত্র পরিচায়ক চিহ্নস্বরূপ পর্ব্বতাকার উচ্চ এই পিরামিড্ গুলি আজিও ইজিপ্টদেশের সুবিস্তৃত প্রান্তর ভূমির স্থানে স্থানে ভীম মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেবল একটি ঐতিহাসিক তথ্য জগতে নিঃসন্দ মানব-মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় ঘোষণা করিতেছে। সে কথাটী এই যে—সে দেশে সেকালের লোকেরা, তাহাদের মৃত পুরুষগণের পূজা করিতেন। পিতৃ পূজাই তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। তাঁহাদের এই পিতৃপূজা, এদেশের হিন্দুদের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ তর্পণ আকারে সম্পাদিত না হইলেও তাহা যে অসাধারণ ভক্তিভাবের সহিত মৃত পিতৃপিতামহদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অর্পিত পিতৃপূজা বলিয়া আখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ইজিপ্টের পিরামিড্ মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা শবদেহের অগ্নি সংকার

---

gests a doubt as to their reality; and on the whole, the most probable theory is that the cattle, birds, fruits, bread, wine, and provisions represented in the pictures were intended to be a substitute for the real objects."

PRIMITIVE CIVILISATIONS,
VOL. I, CHAPTER VI.

হইতেছে আর পুরোহিত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃতের পত্নী দ্বারা তাঁহার পিণ্ডদান করাইতেছেন। ইয়োরোপে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রবল হইবার পূর্ব্বে প্রাচীন পদ্ধতিতে যখন ইয়োরোপে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইত, তখন সেখানেও হিন্দু সমাজ প্রচলিত পদ্ধতিতেই অগ্নি দ্বারা শব দাহ কার্য্য সম্পাদন হইত। এখনও ইয়োরোপের বহুস্থানে মাটি খুঁড়িলে অৰ্দ্ধভস্মীভূত নরকঙ্কাল এবং অঙ্গার স্তুপ বাহির হইয়া এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এখনও ইয়োরোপের নানা স্থানে প্রসিদ্ধ সৈনিকপুরুষদের মৃত দেহ ভূগর্ভে সমর্পণের সময়ে তাঁহার সদা ব্যবহার্য্য তরবারি খানি তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হয়। আজিও এদেশে সধবা নারীর শবদাহ সময়ে তাঁহার সাধের সিন্দুর কৌটা ও হাতের শাঁখা শবদেহের সহিত চিতানলে সযত্নে সমর্পণ করা হইয়া থাকে। এই চিরাগত হিন্দু আচারের সহিত, ইয়োরোপের সৈনিক পুরুষের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার্য্য তরবারি খানি উৎসর্গ করিয়া দেওয়া প্রথার সৌসাদৃশ্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বিলুপ্ত ইজিপ্‌সিয়ান্ জাতির মৃত পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের পূজায় বিচিত্র চিত্র যেমন সে দেশের "পিরামিড্" মন্দির গাত্রে আজিও অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন এছেরিয়ান্ এবং বেবিলোইয়ান্‌দের ভগ্ন মন্দিরে যদিও উহা তাদৃশ পরিস্ফুট না থাকুক, এখানেও

যে অতি প্রাচীনকালে, ঐদেশবাসীগণের দ্বারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের পূজা অতি সমারোহে সম্পাদিত হইত তাহার পরিচয়ও আমরা যথেষ্টই পাইতে পারি। মৃত পিতৃ-পুরুষগণের বাসস্থান উরা লোকে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া উরা দেবতা বা মৃত্যুর দেবতার, পিতৃগণকে সযত্নে রক্ষণা-বেক্ষণ করিবার জন্য, নানা ভাবে পূজা অর্চ্চনা করিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল। মৃতের দ্বিতীয় শরীরকে বহন করিয়া উরা লোকে কিম্বা অধিক ভাগ্যবানের দেহচ্যুত জীবাত্মা হইলে, তাহাকে বেল বা সূর্য্যদেবের নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছে, এরূপ চিত্র অনেক মন্দির গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।*

প্রাচীন ইজিপ্সিয়ানদিগের ন্যায় প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ান্ও এখন জগতে বিলুপ্ত জাতির তালিকাভুক্ত হইয়া ঐতি-হাসিকদিগের প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ ব্যাপারের একটা সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে মাত্র। এই সকল বিলুপ্ত জাতির কথা পরিত্যাগ করিয়া সুষুপ্ত, নিদ্রিত এবং অর্দ্ধ নিদ্রিত জাতির কথা লইয়া এখন একটু আলোচনা করিব। এ সময়ের সুষুপ্ত জাতির মধ্যে তিব্বতবাসীগণকে এবং অর্দ্ধ নিদ্রিত মধ্যে চীন দেশবাসীগণকে ধরিতে পারা যায়। চীন দেশে প্রাচীন কালে মৃত-পুরুষগণের পূজা অর্চ্চ-

---

* ল কৃত OLD BABYLONIAN TEMPLE RECORDS দ্রষ্টব্য।

নার যেরূপ বিরাট আয়োজন অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এক ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন বোধ হয় জগতে আর কোন জাতির মধ্যেই সেরূপ ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন দেশে যাইয়া প্রবিষ্ট হইবার পরে উহার একটা বিশাল পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপি আজিও তিব্বত এবং চীন দেশে পিতৃপুরুষের অর্চ্চনার যেমন ঘটা দেখিতে পাওয়া যায় এদেশের সাধারণ হিন্দুগণ মধ্যেও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। চীনদেশের ন্যায় জাপানেও মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে আহার্য্য নিবেদন করিবার এবং পূজা অর্চ্চনা করিবার প্রথা এখনও পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে। প্রায় তিন সহস্র বর্ষ-ব্যাপী চেষ্টাতেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইহাকে এখনও একপদপরিমিত স্থানও হটাইয়া দিতে পারে নাই।* কেবল ইহাই নহে, হিন্দুস্থানের ন্যায় চীনেও একসময়ে মুসলমানধর্ম্ম বিস্তারের প্রখর বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, সে সময়ে উহাতেও চীনবাসীদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি অসাধারণ ভক্তির

* "As in China, so in Japan Buddhism found strong rivals already in the field—Shintoism, which is a combination of nature-worship and ancestor-worship with the strange cult of the MIKADO and Confucianism which is chiefly a moral code."

Sunders কৃত STORY OF BUDDHISM.
CHAPTER VII. দ্রষ্টব্য।

দৃঢ় ভক্তিকার কেশাগ্র সমান স্থানও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে নাই। এখন খৃষ্টিয়ান মিসনারিগণ দ্বারা চীনের বহুস্থানে মহাধুমধামে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে; ধর্ম্ম বিপ্লবের এত ঘাত প্রতিঘাত নিয়ত সহ্য করিয়াও এখনও উহা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। এখনও চীন, তিব্বত ও জাপানদেশবাসীদের পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধা ইউরোপীয়ান দর্শকদিগের চিত্তে একটা উৎকট বিস্ময়ের সামগ্রী স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, পরাজিত রুষ সৈন্যদের সে সময়ে ইহাই একটি দারুণ আক্ষেপের কারণ হইয়াছিল যে জাপান সৈন্যদের মৃত ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে আসিয়া জীবিত সৈন্যদের কার্য্যের সহায়তা করিত, তাহাদের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত রুষ সৈন্যের সেরূপ সহায়তা কখনও করিত না! রুষ সৈন্যেরা আক্ষেপ করিয়া বলিত—এ অবস্থাতে তাহারা আর জাপানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবে কিরূপে? বলা বাহুল্য, জাপানী সৈন্যদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রেই পিণ্ডদান ও পূজা অর্চ্চনা করিবার অসাধারণ ব্যাকুলতা দেখিয়াই রুষসৈন্যদের হৃদয়ে ঐরূপ একটা ধারণা জন্মিয়া থাকিবে। পরন্তু যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের দৃষ্টিতে, অধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত জাপানী বীরপুরুষদের প্রেত ভাবাপন্ন দেহ আত্মীয়স্বজনের শ্রদ্ধাভক্তিতে আকৃষ্ট

হইয়া আসিয়া কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের মহা শশ্মানভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, রুষ সৈন্তদের চিত্তে ভীতি উৎপাদন করাও আদৌ অসম্ভব ঘটনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার যাহাই হউক, জাপানীদের মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রতি অসাধারণ ভক্তিশ্রদ্ধার পরিচয়, বিদেশীয়গণ এই যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহারা চীনাদিজাতির ইতিহাস সযত্নে অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই দেখেন না। কারণ তাঁহারা অবগত আছেন—বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চীন, জাপান ও তিব্বতবাসীদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের জীবাত্মার প্রতি এরূপ ব্যবহার আদৌ অনুমোদিত নহে, কিন্তু এই সকল দেশের কোটি কোটি অধীবাসী নামে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, এ বিষয়ে তাঁহাদের দেশের অতি প্রাচীন কালের ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত উপদেশগুলি আজিও দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই উপদেশমূলেই, চীনাদি দেশে, পিতৃলোকবাসী মৃত পূর্ব্বপুরুষগণ, কেবল ঐ সকল দেশবাসীগণের আজিও পরম পূজ্য নহেন, পরন্তু দেবতাসদৃশ অথবা দেবতা হইতেও আরও অধিক উচ্চ আসনে সংস্থিত ও সমাদৃত। ঐ সকল মৃত পূর্ব্বপুরুষ চীন-দেশে, আজিও অনেক চীনবাসীর চক্ষে সর্ব্বপ্রধান আরাধ্য

দেবতা ও সদা ধ্যান ধারণার সামগ্রী স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।*

চীন জাপান ও তিব্বতের অধিবাসীদের আর আর বিষয়ক আচার ব্যবহার যেরূপই হউক, ঐ সকল দেশে মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও তৎপর তাহার জীবাত্মার সদ্গতি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যাদির সহিত এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের আচরিত ঐ প্রকারের কার্য্যের এখনও অত্যাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সকল দেশের ধর্ম্মোপদেশক গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণমধ্যে, বিশেষতঃ তিব্বতের লামা সম্প্রদায় মধ্যে আজিও যে কেবল মৃতদেহের অগ্নিতে সংকার করিবার

---

* "In China the most transcendental religious duty clearly imposed by the sacred texts is the duty of a pious king to meditate after his accession upon the virtues of his father or great ancestor, and to realize as vividly as possible, the image of his living being."

PRIMITIVE CIVILISATIONS,

VOL. I, CHAPTER II.

এতদ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে, SACRED BOOKS OF THE EAST VOL. XXVIIII, পৃষ্ঠা ২১১ দেখিতে পারেন।

প্রথাই প্রচলিত রহিয়াছে তাহাই নহে * পরন্তু আমাদের এদেশে মৃতদেহকে চিতায় আরূঢ় করিবার সময়ে যেমন তাহাতে স্বর্ণাদি সংযোজিত করিবার রীতি আছে তেমনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঘটিত সে সকল নিয়মও স্থলবিশেষে চীনদের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। †

কেবল চীন, জাপান ও তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের অবস্থাই এইরূপ নহে, যথা এসিয়ার মুসলমান অধিবাসীদের

* "Other Lamas and monks distinguished for sanctity are burnt, and their ashes are either distributed as relics or preserved in idols or in small Dagabas. Kings, princes and great men are also burnt and of course with much ceremony and repetition of prayers. Then for long time afterwards prayers continue to be recited by the priests, the object being to propitiate Yama, God of Death, and to deliver the deceased from the possible purgatorial torments of one of the hells."

Sir Monier Williams কৃত BUDDHISM.

ঐ গ্রন্থের অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছে—

† "A piece of gold or silver is placed between the teeth to serve as ferry-money over the Buddhists Styx—the terrible river ot death which all deceased persons are compelled to pass."

মধ্যেও অনেক স্থানে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে আমাদের এদেশের হিন্দুর আচরণ অদ্যাপি কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রতি-পালিত হইতে দেখা যায়। কেবল ইহাই নহে, এ হেন সুসভ্য ইউরোপেরও অনেক স্থানে, এমন কি আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান বলিয়া বর্ণিত জর্ম্মনদেশে, এমন কি সুদূর উত্তর মহাসাগর তীরে অবস্থিত আয়র্লণ্ডে পর্য্যন্ত, এখনও মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে এবং তৎপর মৃতের সংগতি লাভ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যাদিতে আমাদের এই প্রাচীন হিন্দুস্থানে অদ্যাপি প্রচলিত রীতি নীতির একটু আধটু ছায়া সময়ে সময়ে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় *।

---

* "Thus in Berar the aboriginal tribes, which are as yet little touched by Brahmanic doctrines, practise most elaborate and singular obsequies known by a name which may be accurately translated into the Irish term *wake*, meaning a vigil. The ceremony includes that very suggestive practice (known also to Brahmanic rites) of bringing back to his house the dead person's soul, supposed to have lost its home by the body's death. A stone, or some such object, is picked up at the grave, and carried reverentially back to the house,

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সকল অবস্থার মানব সমাজেই পরলোকগত প্রিয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোন না কোন পদ্ধতিতে পূজা অর্চনা এবং আহার্য্য পানীয় দানের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাইতেছি; ইহাদ্বারা, ইতিপূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে বেদের ন্যায় ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও নিত্য ও সনাতন এই কথার সত্যতাই যে কেবল প্রকারান্তরে সমর্থিত হইতেছে তাহাই নহে, পরন্তু পিতৃলোক সম্বন্ধীয় নানাদেশে নানা প্রণালীতে প্রচলিত ধ্যান ধারণা, পূজা অর্চনা আচার অনুষ্ঠান পদ্ধতির মূল উৎস, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরূপ গিরিগুহা হইতেই যে অতি পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ

---

where it is worshipped for a few days, and then decently disposed of. * * *

*Now the direct motive and purpose of these earliest and most primitive mortuary rites are, I believe, the laying of the ghost; but from the wailing adoration of these Non-Aryan woodlanders, up to the ceremonious annual oblations and invocations of the high-caste Hindu, they are throughout more or less a kind of worship."

SIR, ALFRED C. LYALL কৃত
ASIATIC STUDIES. CHAP. I দ্রষ্টব্য।

নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, এমনও একটা সিদ্ধান্ত কেহ করিতে উপস্থিত হইলে বোধ হয় তাহাও অসঙ্গত হইবে না।

জগতের নানাদেশে নানাভাবে প্রচলিত পিতৃপুরুষগণের পূজা পদ্ধতির অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে উপস্থিত হইলেও কেবল শ্রাদ্ধতত্ত্বের এই অংশ লইয়াই একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষেরই এ অসময়ে এ সকল নিরস বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা প্রীতিকর না হইতে পারে বিবেচনা করিয়া, আপাততঃ এ বিষয়েরএই খানেই ইতি করিলাম।

৪। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কতদূর নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের চারিবেদ, মন্বাদি মুনি সঙ্কলিত বিংশতি সংহিতা, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, সমস্ত উপপুরাণ এবং তন্ত্রাদি যাবতীয় শাস্ত্র ও ধর্ম্ম নির্দ্দেশক গ্রন্থ এক বাক্যে ইহাই ঘোষণা করিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যে বর্ণাশ্রধর্ম্মকে ক্রোড়ে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মেরুদণ্ডই হইতেছে ;—পরলোক মঙ্গল বিধায়ক শ্রদ্ধানুষ্ঠান। অন্ত ভাষায়, এই কথা এভাবেও বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণের নিত্য করণীয় কার্য্যাবলী হইতে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণের জল-গণ্ডুষ দান এবং শ্রদ্ধানুষ্ঠানটিকে খুলিয়া

ফেলিয়া দিলে, ব্রাহ্মণের আচরণীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া শত খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে;—তাহার ব্রাহ্মণ্য ভাবের অস্তিত্ব রক্ষার আর কিছুমাত্র উপায় থাকিবে না। এই জন্যই বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায়,—মন্বাদি মুনি প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ত্তব্য ও অবশ্য করণীয় কার্য্যাবলী মধ্যে একমাত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথাকে যত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, আর আর বিষয়ে তাহার এক চতুর্থাংশ দেওয়া হয় নাই।

মনু বলিতেছেন—পাঁচটি নিত্যকর্ম্ম বা পঞ্চ মহাযজ্ঞ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ব্রাহ্মণের পাঁচটি নিত্য কার্য্য এই—(১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) পিতৃযজ্ঞ, (৩) দেবযজ্ঞ, (৪) ভূতযজ্ঞ এবং (৫) নৃযজ্ঞ।*

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত-করারূপ এই পাঁচটি নিত্যকার্য্য যে ব্রাহ্মণ না করিবেন, তিনি নিঃশ্বাস-প্রঃশ্বাস-গ্রহণ-কার্য্য-বিশিষ্ট-জীব হইলেও জীবিত বলিয়া গণ্য হইবার আদৌ যোগ্য নহেন। যথা—

"দেবতাঽতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চযঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥

(মনু সংহিতা ৩য় অধ্যায়।)

---

* "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোম দৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

(মনু সংহিতা ৩য় অধ্যায়।)

মনুসংহিতার অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছে—প্রত্যহই পিতৃলোকের প্রীতির জন্য অন্ন, দুগ্ধ, ফল মূল বা জলদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। *

প্রাত্যহিক শ্রাদ্ধ ভিন্ন প্রতিমাসে একবার করিয়া পিতৃলোকের বিশেষ শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে †।

* "কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ॥"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের কুল্লুক ভট্টকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—
"অত্র পিতৃযজ্ঞং তাবদাহ কুর্য্যাদিতি। প্রত্যহং যথা-সম্ভবং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। শ্রাদ্ধ শব্দোহয়ং কর্ম্ম বিধিবাক্য-বর্ত্তী কৌণ্ডপায়িনাময়নীয়াগ্নিহোত্রশব্দবৎ বক্ষ্যমাণ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধধর্ম্মাতিদেশার্থঃ। অন্নাদ্যেনেত্যাদ্য শব্দেন তিলৈ ব্রীহি যবৈরিত্যাদেরুপাদানং পয়ঃ ক্ষীরং।"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক এবং কুল্লুক ভট্টের তৎসম্বন্ধীয় টীকা হইতে অতি পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের প্রীতির জন্য—অন্ন দ্বারা, দুগ্ধ দ্বারা, ও ফল মূল দ্বারা—নিতান্ত পক্ষে জল দ্বারা প্রতিদিনই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

† "পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ
তচ্চামিষেণ কর্ত্তব্যং প্রশস্তেন প্রযত্নতঃ" ॥

ইহার কুল্লুকভট্ট-কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—

এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিভিন্ন ঋতুতে নব-শস্য সংগ্রহ সময়ে, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহাদি সমস্ত প্রকারের সংস্কার কার্য্যেই পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। কেবল ইহাই নহে, নব-গৃহে প্রবেশ, দেব-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সময়েও পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। *

হিন্দু জন সাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে তীর্থ দর্শন একটি প্রধান। এই বহু পুণ্যফলপ্রদ তীর্থযাত্রার আরম্ভ কালেই

"ইদানীং নাম নির্ব্বচনেনোক্তমেব পিতৃযজ্ঞানন্তর্য্যং দ্রঢ়য়তি পিতৄণামিতি। ইদং মাসিকং প্রতিমাসভবং শ্রাদ্ধং যস্মাৎ পিতৃযজ্ঞপিণ্ডানামনু পশ্চাদাহ্রিয়তে তেন পিণ্ডমহার্য্যকমিদং পণ্ডিতা জানন্তি, ততো যুক্তং পিতৃযজ্ঞাহনন্তর্য্যমস্য, তচ্চামিষেণ বক্ষ্যমাণ-মাংসেন প্রশস্তেন মনোহরেণ পুষ্তি-গন্ধাদি রহিতেন প্রযত্নতঃ কর্ত্তব্যং পিণ্ডানাং মাসিকং শ্রাদ্ধমিতি বা পাঠঃ। পিণ্ডানাং পিতৃযজ্ঞ-পিণ্ডানাং শেষং তুল্যং।"

* "অন্নপ্রাশে চ সীমন্তে পুত্রোৎপত্তিনিমিত্তকে।
পুংসবনে নিষেকে চ নববেশ্ম প্রবেশনে॥
দেববৃক্ষ জলাদীনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ।
তীর্থযাত্রা বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকীর্ত্তিতং॥"
(মৎস্য পুরাণ।)

একবার পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তীর্থে যাইয়া পৌঁছা মাত্র আবার তীর্থপ্রাপ্তি শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তীর্থ-কার্য শেষ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। *

হিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহের প্রয়োজন কেবল পুত্রের জন্য, আর সেই পুত্রের আবশ্যক পিণ্ডদানের জন্য। যথা—

"পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্।"

হিন্দুর দায় ভাগে বলিতেছে—যিনি মৃতব্যক্তির পিণ্ড দানের অধিকারী তিনিই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। †

---

* স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রাহক হলায়ুধ বলিতেছেন—

"গত্বৈব তীর্থং কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তি হেতুকং।
পূর্ব্বাহ্নেপ্যথবা প্রাতর্দেশে স্যাৎ পূর্ব্ব দক্ষিণে॥

তত্তৎ প্রাপ্তৈবমিতি কর্ত্তব্য বচনেন তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক শ্রাদ্ধাভিধানেনোক্তঃ স্যাদবাধাৎ। অতস্তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক শ্রাদ্ধএব তন্নিবৃত্তেরিতি তত্ত্বং।"

"তীর্থ যাত্রা সমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাগমেঽপি চ।
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিসমন্বিতং॥"

† ব্যবহার ময়ুখে কথিত হইয়াছে—

"পিণ্ডদোঽংশ-হরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পর পরঃ।"

ইহার অর্থ—পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পর পর যে ব্যক্তি পিণ্ডদানের অধিকারী সেই ব্যক্তি মৃতের পরিত্যক্ত ধনের অধিকারী।

এই সকল উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—ব্রাহ্মণের কি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য, কি কাম্য কার্য্য, কি নিজগৃহে কি প্রবাসে, কি বিবাহাদি আনন্দ-উৎসবকালে, কি মৃত্যু-জনিত শোক সন্তাপ সময়ে, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কতইবার কতই উপলক্ষে, কতই ভাবে যে করিতে হয় তাহার ইয়ত্তাই নাই। মাতৃগর্ভ হইতে জীব শরীর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব সময় হইতে শ্মশানে ঐ দেহ ভস্মীভূত হইবার পরেও ঐ দেহবাসী জীবের মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সহিত সর্ব্বকাল সম্বন্ধযুক্ত থাকিতে হয়। এখানে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে—ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের অষ্টে পৃষ্ঠে এই

রঘুনন্দন শিরোমণির দায়ভাগ গ্রন্থে নারদ সংহিতা হইতে নিম্ন লিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"পিতৃদ্বিট্ পতিতঃ পণ্ডো যশ্চস্যাদৌপপাতিকঃ।
ঔরসা অপি নৈতেঽংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ॥

ঐ স্থানেই 'দায়ভাগ' গ্রন্থে 'পিতৃদ্বিট্' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

"পিতৃদ্বিট্—পিতরি জীবতি তত্তাড়নাদিকৃৎ, মৃতে তচ্ছ্রাদ্ধাদি বিমুখঃ।"

উক্তশ্লোকের বঙ্গানুবাদ—পিতৃদ্বেষী এবং পিতার শ্রাদ্ধাদি বিমুখ, পতিত, পণ্ড ও উপপাতক—যুক্ত লোক ঔরস পুত্র হইলেও মৃতপিতৃ-ধনের অধিকারী হয় না; ক্ষেত্রজ পুত্রদিগের কথা ত দূরে থাকুক।

পিতৃপূজন পদ্ধতি এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আনুষ্ঠানিক কোন গৃহী ব্রাহ্মণেরই, এক মূহূর্ত্তও তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবার উপায় নাই। মানবদেহ হইতে অস্থি মজ্জা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে যেমন কোন মনুষ্য এক মূহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ পিতৃপূজন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণকে পরিহার করিয়া কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এক মূহূর্ত্তও নিজের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সজীব রাখিতে সমর্থ নহেন। এই জন্যই একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দেহাভ্যন্তরস্থ ওজঃ ধাতু এবং অস্থি মজ্জাই হই-তেছে—ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত দেব, ঋষি ও পিতৃ পূজন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ। পুরাণাদি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থের অনেক স্থানে দেব পূজন হইতেও পিতৃ পুজনেরই প্রাধান্য অধিক উচ্চনাদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। *

শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেই পিতৃলোক-বাসী পিতার উদ্দেশে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ করে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন—

---

* শ্রীভগবান স্বয়ং গরুড়ের প্রশ্নের উত্তরে গরুড়পুরাণে বলিতেছেন—

"দেবকার্য্যদপি সদা পিতৃ কার্য্যং বিশিষ্যতে।
দেবতাভ্যঃ পিতৃনাং হি পূর্ব্বমাপ্যয়নম্ শুভং॥

(গরুড় পুরাণ, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—পিতা স্বর্গ স্বরূপ, পিতাই সকল ধর্ম্মের মূল, পিতাই পরম তপঃ, পিতা সন্তুষ্ট হইলেই সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পরায়ণ ব্রাহ্মণের উচ্চ দৃষ্টিতে পিতৃলোক যে কতই অত্যুচ্চ স্থানে সংস্থিত তাহা এই প্রণাম মন্ত্রেই প্রকাশ করিতেছে॥

৫। বেদ পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে কত প্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়?

বেদে যদিও "একোদ্দিষ্ট" 'পার্ব্বণ' প্রভৃতি সংজ্ঞামূলক শ্রাদ্ধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি প্রতিদিন এবং যজ্ঞ-বিশেষের জন্য পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাকে নিত্য শ্রাদ্ধেরই রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্বে নয় প্রকার শ্রাদ্ধের কথা উক্ত হইয়াছে *। ভবিষ্যপুরাণে দ্বাদশ প্রকার

---

* "পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, আদ্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, অভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ," এই নয় প্রকার শ্রাদ্ধের কথার আলোচনা রঘুনন্দন কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব গ্রন্থে দেখা যায়।

শ্রাদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে * * । ধর্ম্মসংহিতাকার বৃহস্পতি বলেন,—শ্রাদ্ধ পঞ্চবিধ ¶ ; কুর্ম্মপুরাণেও পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যমস্মৃতিতেও পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধের বর্ণনা আছে।*** মৎস্ত পুরাণে ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। §

এইরূপ বিভিন্ন পুরাণে ও স্মৃতিগ্রন্থে শ্রাদ্ধের কথা সম্বন্ধে কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত বিস্তার বা কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ বর্ণনা থাকিলেও মোটের উপর ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় এই সমস্ত শ্রাদ্ধকে (১) নিত্য ও (২) কাম্য

** নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সাপীণ্ডনং।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধ্যার্থমষ্টমম্ ॥
কর্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতং।
যাত্রার্থৈকাদশং প্রোক্তং পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতং ॥
(ভবিষ্যপুরাণ।)

¶ "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
পার্ব্বণঞ্চেতি মনুনা শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং স্মৃতং ॥"
(বৃহস্পতি সংহিতা।)

*** নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমথাপরং।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং বুধৈঃ ॥
(যম-সংহিতা।)

§ "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং শ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥"
(কুর্ম্মপুরাণ।)

প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা নিত্য শ্রাদ্ধের লক্ষণ করিয়াছেন—"অহন্যহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।" অর্থ—প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে নিত্য শ্রাদ্ধ বলা হয়; একোদিষ্টাদি শ্রাদ্ধ ও নিত্য শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। কাম্য শ্রাদ্ধের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ দেখা যায়—"কাম্যায় তু হিতং কাম্যমভিপ্রেতার্থ সিদ্ধয়ে। পার্ব্বণেন বিধানে তদপ্যুক্তং (খগাধিপঃ)॥"

অর্থ—অভিলষিত সিদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে "কাম্যশ্রাদ্ধ" বলা হয়। (হে গরুড়!) তাহাও পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যে দ্বাদশ প্রকার শ্রাদ্ধের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকের শাস্ত্রীয় ভাষায় যে লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) নিত্যশ্রাদ্ধ—"অহন্যহনি যৎশ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।"

অর্থ—প্রত্যহ যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে নিত্য-শ্রাদ্ধ বলা হয়।

(২) নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধ—"একোদ্দিষ্টন্তু যঃশ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমিহোচ্যতে।"

অর্থ—একোদ্দিষ্ট (প্রভৃতি) শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ বলা হয়।

(৩) কাম্যশ্রাদ্ধ—"কাম্যায় তু হিতং কাম্যং অভিপ্রেতার্থ-সিদ্ধয়ে। পার্ব্বণেন বিধানেন তদপ্যুক্তং খগাধিপ! ॥"

অর্থ—অভিলষিত সিদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ, তাহাকে কাম্য-শ্রাদ্ধ বলা হয়। হে খগাধিপ! তাহাও পার্ব্বণের বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(৪) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—"বৃদ্ধৌ যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে।"

অর্থ—বৃদ্ধিকালে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি সময়ে যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কহে।

(৫) সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ—"গন্ধোদক তিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎপাত্র চতুষ্টয়ং। অর্ঘার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ। যে সমানা ইতি দ্বাভ্যামেজ্জ্ঞেয়ং সপিণ্ডনং ॥

অর্থ—চন্দন, জল, ও তিল যুক্ত চারিটি পাত্র স্থাপন করিবে। অর্ঘের জল প্রেতপাত্র হইতে পিতৃপাত্রে প্রসেক করিবে; দুই পক্ষকে (প্রেত ও পিতৃপক্ষকে) সমান জ্ঞান করিবে। ইহাকে সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ বলে। মোটের উপর—মৃত্যুর এক বৎসর পরে প্রেতের পিতৃলোক প্রাপক যে শ্রাদ্ধ, তাহাকেই সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ বলে।

(৬) পার্ব্বণশ্রাদ্ধ—

"অমাবাস্যাং যৎ ক্রিয়তে তৎ পার্ব্বণ মুদাহৃতং।
ক্রিয়তে বা পর্ব্বণি যৎ তৎ পার্ব্বণমিতি স্থিতিঃ ॥

অর্থ—অমাবস্যা তিথিতে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় অথবা পর্ব্বকালে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বলা হয়।

(৭) গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ—

"গোষ্ঠ্যাং যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং গোষ্ঠী শ্রাদ্ধং তদুচ্যতে।"

অর্থ—গোষ্ঠীতে (গোশালায়) যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহাকে গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ বলে।

(৮) শুদ্ধ্যর্থশ্রাদ্ধ—

"ক্রিয়তে শুদ্ধ্যয়ে যত্তু ব্রাহ্মণাস্তু ভোজনম্।
শুদ্ধার্থ মিতি তৎ প্রোক্তং বৈনতেয় মনীষিভিঃ॥"

অর্থ—শুদ্ধিলাভের জন্য যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়, হে গরুড়! তাহাকে মনীষীগণ শুদ্ধার্থ শ্রাদ্ধবলেন।

(৯) কর্ম্মাঙ্গশ্রাদ্ধ—

"নিষেক কালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মঙ্গমেব চ॥"

অর্থ—গর্ভাধানে, সোমরস পানে, সীমন্তোন্নয়নে এবং পুংসবনে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ বলা হয়।

(১০) দৈবিক শ্রাদ্ধ—

"দেবানুদ্দিশ্য যৎশ্রাদ্ধং তদ্দৈবিকমিহোচ্যতে।
হবিষ্যেণ বিশিষ্টেন সপ্তম্যাদিষু যত্নতঃ''॥

অর্থ—সপ্তমাদি তিথিতে হবিষ্যভোজী হইয়া যত্নের সহিত দেবতাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়, তাহা দৈবিক শ্রাদ্ধ বলিয়া কথিত হয়।

(১১) যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ—

"গচ্ছন্ দেশান্তর যচ্চশ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্চসর্পিষা।
যাত্রার্থমিতি তৎ প্রোক্তং প্রবেশে চ ন সংশয়ঃ" ॥

(তীর্থোদ্দেশ্যে) দেশান্তর গমন সময়ে এবং (তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া) দেশ প্রবেশ সময়ে ঘৃত দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ বলা হয়।

(১২) পুষ্ট্যর্থ শ্রাদ্ধ—

"শরীরোপচয়ে শ্রাদ্ধমর্থোপচয়ে এবচ।
পুষ্ট্যর্থমেতৎ বিজ্ঞেয়মৌপচয়িকমুচ্যতে" ॥

অর্থ—শারীরিক বা আর্থিক উন্নতিলাভের জন্য যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় তাহাকে পুষ্ট্যার্থ শ্রাদ্ধ কিম্বা ঔপচয়িক শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—

"অমাবাস্যাষ্টকাবৃদ্ধি কৃষ্ণপক্ষোঽয়নদ্বয়ং।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণ সম্পত্তি র্বিষুপৎ সূর্য্যসঙ্গমঃ ॥
ব্যতিপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতি রুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ" ॥

অর্থ—"অমাবস্যা, অষ্টকা (১) বৃদ্ধি (২) কৃষ্ণপক্ষ, অয়নদ্বয়, (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন), বিষুব সংক্রান্তি, ব্যতিপাত যোগ, গজচ্ছায়া (৩), চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যাগ্রহণ, শ্রাদ্ধের প্রতি রুচি হওয়া, দ্রব্য সংগ্রহ হওয়া, এবং ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া, এই কয়টি শ্রাদ্ধের কাল বলিয়া জানিবে।" এই শ্রাদ্ধকালের নামানুসারে অনেক সময় শ্রাদ্ধের নামকরণ হইয়া থাকে ; যথা,—অষ্টকা-শ্রাদ্ধ, গ্রহণ-শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি।

৬-৭। ঐ সকল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতার এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধানুষ্ঠান করা হয় তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কত প্রকার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ? এবং তাহা কি ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে ?

---

(১) গৌণ চান্দ্র পৌষ মাঘ এবং ফাল্গুনের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিকে অষ্টকা বলে। ঐ সকল দিনে পিষ্টক, মাংস এবং শাক দ্বারা যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তাহাদিগকেই অষ্টকা-শ্রাদ্ধ বলে। কেহ কেহ বলেন গৌণ চান্দ্র আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী ও অষ্টকার অন্তর্ভুক্ত।

(২) বৃদ্ধিকাল—অভ্যুদয়কাল (উৎসব সময়)।

(৩) গজচ্ছায়া অর্থ যোগবিশেষ।—

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দুঃ করে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে॥"

ইহার উত্তর দুইটি পথ ধরিয়া আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি। (১) শাস্ত্রমূলক ও (২) লৌকিক যুক্তিমূলক। প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় পথেরই অনুসরণ করা যাউক। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতার ইহলৌকিক যে সকল ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে তদ্বিষয়ে মৎস্য পুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

বংশ বৃদ্ধি করণ শক্তি, অনুরক্তা স্ত্রী, উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য এবং ভোজন শক্তি, বিভব এবং দান শক্তি, শারীরিক সৌন্দর্য্য, এবং স্বাস্থ্য এই গুলি শ্রাদ্ধকার্য্যের পুষ্পস্বরূপ ; আর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই হইতেছে পরিণাম পরিপক্ক ফল স্বরূপ* ।

গরুড় পুরাণে একস্থানে উক্ত হইয়াছে—

পিতৃপূজা হইতে অর্থাৎ—পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলে পরমায়ু, গুণবান্ পুত্র, যশঃ, স্বর্গলোক, কীর্ত্তি, পুষ্টি, বল, সৌন্দর্য্য, গো মেষাদি পশু-সম্পত্তি, সুখ, ধন, ধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায় † ।

অর্থাৎ—যখন কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্রে চন্দ্র এবং হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থান করেন, তখন গজচ্ছায়া যোগ হয়।

* "রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজনশক্তিতা।
দানশক্তিঃ সবিভবা রূপমারোগ্যসম্পদঃ ॥
শ্রাদ্ধপুষ্পমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ ॥"
(মৎস্যপুরাণ)।

† অয়ুঃ পুত্রান্ যশঃ স্বর্গং কীর্ত্তিং পুষ্টিং বলং শ্রিয়ম্।
পশূন্ সৌখ্যং ধনং ধান্যং প্রাপ্নুয়াৎ পিতৃপূজনাৎ ॥
(গরুড় পুরাণ)।

জাবালি ঋষি বলেন—যে ব্যক্তি সূর্য্য সিংহ রাশিতে উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন তিনি পুত্র, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার কামনা সকল সিদ্ধ হয়। *

শ্রাদ্ধকর্ত্তার পারলৌকিক ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে মহামুনি অত্রি—পুত্র, ভ্রাতা, পৌত্র বা দৌহিত্র ইঁহারা পিতৃকার্য্য সম্পাদনে রত থাকিলে অর্থাৎ—শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে পরম গতি লাভ করেন †।

যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় শ্রাদ্ধের ফল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—"বিধানানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বর্গ, সন্তান, শৌর্য্যবীর্য্য, ক্ষেত্র, বল, পুত্রপ্রাধান্য, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, স্বপ্রাধান্য, বাণিজ্যসিদ্ধি, অরোগীতা, যশঃ শোক-রাহিত্য, শ্রেষ্ঠগতি অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, ধন, ধর্ম্ম, চিকিৎসা-সিদ্ধি, স্বর্গ, ছাগ সমূহ, অশ্ব সম্পত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন।" ¶

---

† পুত্রানায়ুস্তথারোগ মৈশ্বর্য্যমতুলন্তথা।
প্রাপ্নোতি পঞ্চ মে দত্বা শ্রাদ্ধং কামান্ সুপুষ্কলান্॥
(জাবালি)।

‡ পুত্রং বা ভ্রাতরং বাপি দৌহিত্রং পৌত্রকং তথা।
পিতৃকার্য্য প্রসক্তা যে তে যান্তি পরমাং গতিং॥
(অত্রিসংহিতা)।

¶ স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা।
পুত্রশ্রৈষ্ঠঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং মুখ্যতাং শুভাম্॥

ঋগ্বেদের একস্থানে পিতৃপুরুষগণের পূজা অন্তে বর প্রাপ্তিসূচক যে একটি প্রার্থনা মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পড়িলে ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গলবিধানের তাঁহাদের যে ক্ষমতা আছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এই সংক্রান্ত মূল সূক্তের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এই—

"সুগতি সম্পন্ন, সোমরস পানে অধিকারী, অঙ্গিরা নামে পরিচিত অথর্ব্বা নামধেয় এবং ভৃগুনামে পরিচিত যে সকল পিতৃপুরুষগণ আছেন, সে সমস্ত যজ্ঞার্হ পিতৃগণের অনুগ্রহযুক্ত বুদ্ধিতে যেন আমরা সর্ব্বদা অবস্থান করি; এবং তাহাতে যেন আমাদের মঙ্গল হয়।" *

আমরা শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিবার সময়ে সাধারণতঃ অগ্নিষ্বত্তা প্রভৃতি যে সকল পিতৃপুরুষের নাম উচ্চারণ

প্রবৃত্তচক্রতাং চৈব বাণিজ্যপ্রভৃতীনপি।
অরোগিত্বং যশো বীতশোকত্বং পরমাঙ্গতিম্॥
ধনং বেদান্ ভিষক্সিদ্ধিং কুপ্যঙ্গাঅপ্যজাবিকম্।
অশ্বনায়ুশ্চ বিধিবদ্যঃ শ্রাদ্ধং সংপ্রযচ্ছতি॥
——কামানাপ্নুয়াদিমান্॥

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

* "অঙ্গিরসঃ আঙ্গিরোনামকাঃ, অথর্ব্বাণঃ অথর্ব্বা-নামকাঃ, ভৃগবঃ ভৃগুনামকাশ্চ নোঽস্মাকং পিতরঃ নবগ্বা অভিনবগমনযুক্তাঃ (তদা নূতনবৎপ্রীতিজনকা ইত্যর্থঃ।)

করিয়া থাকি ঐ সকল নামের মধ্যে উপরি উদ্ধৃত বেদোক্ত অথর্ব্বা প্রভৃতি পিতৃপুরুষের নাম দেখিতে না পাওয়া গেলেও উহা যে একের নামান্তর মাত্র, বরাহ পুরাণে মার্কণ্ডেয় ঋষির উক্তিতে তাহা অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। বরাহ পুরাণের এই অংশ পাঠ করিলে পিতৃলোকের পরিচয় এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির কারণাদি কতকটা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া, এখানে তাহা একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিতেছি—গৌরমুখ মুনি নামক একব্যক্তি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতৃগণ কোন কালে কোথায় বাস করেন? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? ইত্যাদি বিবরণ সকল আমাকে বলুন।" মার্কণ্ডেয় মুনি উত্তরে বলিলেন— "মারীচি অত্রি প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি পিতৃনামে অভিহিত হইয়া পিতৃলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের চারিজন মূর্ত্তিমান, এবং তিনজন মূর্ত্তি বিহীন পুরুষ। সন্তানক নামে যে সকল তেজোময় পুরুষ এখানে বাস করেন, তাঁহারা দেবগণের পিতৃপুরুষ; দেবগণ ইঁহাদিগকে পূজা করেন, ইঁহারা

কে চ সোম্যাসঃ। সোমমর্হন্তীতি সোম্যাঃ। যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞার্হাণাং তেষাং সুমতৌ অনুগ্রহ যুক্তায়াং বুদ্ধৌ বয়ং স্যাম সর্ব্বদা তিষ্ঠেম। অপি চ সৌমনসে ভদ্রে সৌমনসস্য কারণে ফলে কল্যাণে স্যামঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেমঃ।"

(ঋগ্বেদ সায়ণ ভাষ্য।)

এক শত যুগের পরে ব্রহ্মবাদী হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারা পুনরায় আত্মস্মৃতি অবলম্বন করিয়া সাধ্যযোগে চিত্তনিবিষ্ট রাখিয়া পুনরাবৃত্তি রহিত বিশুদ্ধ যোগগতি লাভ করেন। এই সকল পিতৃগণ শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হইয়া যোগী-দিগের যোগ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন *।

ইহার পরে শ্রাদ্ধের উপযুক্ত কালাদির বিষয় বর্ণনা করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি বলিতেছেন—মানবদিগের চিত্ত, বিত্ত, প্রশস্ত কাল, শ্রাদ্ধবিধি, পাত্র, এবং পরম ভক্তির বিষয় যেরূপ

গৌরমুখ উবাচ।

* "যে চ তে পিতরো ব্রহ্মন্ যং চ কালং সমাসতে।
কিয়ন্তো বৈ পিতৃগণাস্তস্মিন লোকে ব্যবস্থিতাঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।—

প্রবর্ত্তন্তে বরাঃ কেচিদ্ দেবানাং সোমবর্দ্ধনাঃ।
তে মরীচ্যাদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥
চত্বারো মুর্ত্তিমন্তো বৈ ত্রয়স্তেষ্ব হ্যমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং লোক-নিসর্গঞ্চ কীর্ত্তায়িষ্যামি তৎ শৃণু॥
লোকা সন্তানকা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ।
দেবানাং পিতরস্তে হি তান্ যজন্তীহ দেবতাঃ॥
এতে বৈ লোক-বিভ্রষ্টা লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্।
পুনর্যুগ শতান্তেষু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ॥
তে প্রাপ্য তাং স্মৃতিং ভূয়ঃ সাধ্যযোগমনুত্তমম্।
চিন্ত্যা যোগগতিং শুদ্ধাং পুনরাবৃত্তি দুর্লভাম্॥

বলিলাম ইহা যথাযথ-ভাবে অনুসৃত হইলে পিতৃগণ সর্ব্বাভিষ্ট দান করিতে পারেন। *

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব মুনির মুখনিঃসৃত উক্তিতে জানিতে পারা যায় শ্রদ্ধা সমন্বিত শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা কেবল পিতৃগণকেই যে পরিতৃপ্ত করা হয় তাহাই নহে, উহার দ্বারা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, সূর্য্য, অগ্নি, বসু, মরুৎ, বিশ্বদেব, ঋষি, মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি অখিল ত্রিলোকবাসীর তৃপ্তি সাধিত হয়। †

এতে স্ম পিতরঃ শ্রাদ্ধে যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ।
আপ্যায়িতাস্তু তে সর্ব্বে যোগিযোগ বলেন চ ॥
এব বৈ প্রথম সর্গঃ সোমপান মনুত্তমঃ।
এতে ত একতনবো বর্ত্তন্তে দ্বিজসত্তমাঃ ॥

(বরাহ পুরাণ।)

* চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃনাং বিশুদ্ধং
শান্তশ্চ কালো কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ
নৃনাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি।

(বরাহ পুরাণ।)

† ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য-সূর্য্যাগ্নিবসুমারুতান্।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন্
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ভূত সংজ্ঞকম্।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতং কুর্ব্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হি তৎ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ।)

পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিলে যে সমগ্র জগৎ, এমন কি ভগবান বিষ্ণুও স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এমন কথা তাহার নিজের উক্তি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা গরুড়পুরাণে বিষ্ণু বলিতেছেন—"যাহারা দেব, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করে, সর্ব্বজন অন্তরাত্মা আমিই তাহাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকি। মানব বিভবানুসারে স্মার্ত্তবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিলে ব্রহ্মার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তদ্দ্বারা প্রীত থাকে।" *

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠাতার মঙ্গলের বিষয় সমালোচনায় নিরস্ত হইয়া যাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহার কি উপকারই হয় এখন সেই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

গরুড় পুরাণে বিষ্ণুকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—মৃত ব্যক্তি যে স্থানে যে অবস্থায় অবস্থান করেন, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া মর্ত্তধামে মনুষ্যরূপেই অবতীর্ণ হ'ন, পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেই থাকুন অথবা স্বকৃত-কর্ম্মের দোষে তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন; শ্রাদ্ধকালে শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত পিণ্ডাদি, মৃত

---

* "যে যজন্তি পিতৄন্ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ হুতাশনম্।
সর্ব্বভূতান্তরাত্মানং মামেব হি যজন্তে তে॥
স্মার্ত্তেন বিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বা স্ব-বিভবোচিতম্।
ব্রহ্ম-স্থাবর-পর্য্যন্তং জগৎপ্রীণাতি মানবঃ॥"

(গরুড় পুরাণ।)

ব্যক্তির তৎ জন্মের (লব্ধজন্মের) ভক্ষরূপে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং তাহা পাইয়া পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। *

নিজ বাটীতে বসিয়া পিণ্ড দান করিলে কি উপায়ে বহু দূর হইতে এই পিণ্ডাদি পিতৃগণ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন! এইরূপ আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য গরুড় পুরাণে কথিত হইয়াছে—পিতৃগণের নাম, গোত্র এবং ভক্তিসহকারে পঠিত মন্ত্র সকলই হইতেছে হব্য, কব্যের প্রাপক। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ডাদি তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। যাঁহার উদ্দেশ্যে যোগ্য কালে নাম, গোত্র এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুমোদিত ভাবে যথাবিধি যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাঁহারা সেই উদ্দিষ্ট প্রাণী যেখানে আছে, তাহা সেই স্থানে প্রেরণ

---

* দেবো যদ্যপি জাতোঽয়ং মনুষ্যঃ কর্ম্মযোগতঃ॥
তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দেবত্বেঽপ্যনুযাতি চ।
গান্ধর্ব্বে ভোগরূপেন পশুত্বে চ তৃণং ভবেৎ॥
শ্রাদ্ধং হি বায়ুরূপেন নাগত্বেঽপ্যনুগচ্ছতি।
ফলং ভবত্তি পক্ষিত্বে রাক্ষসেষু তথামিষং॥
দানবত্বে তথা মাংসং প্রেতত্বে রুধিরং তথা।
মনুষ্যত্বেঽন্নপানাদি-বালাভোগরসোভবেৎ॥

(গরুড়পুরাণ)

করেন। যদি কোন জীব শতসহস্র যোনিও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তথাপি সেই শত সহস্র জন্মের পূর্ব্ব-যোনিজ সন্তানগণ সেই বহু পূর্ব্ব জন্মের নাম, গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তাহার প্রত্যেক শ্রাদ্ধ দ্বারা সেই জীবের তৃপ্তি হইয়া থাকে। *

ঐ পুরাণেরই অন্য স্থানে উক্ত হইয়াছে—বসু, রুদ্র, দেবগণ শ্রাদ্ধ দেবতা ; ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদন করেন। গর্ভিণী রমণী দোহদ সেবাদ্বারা যেমন নিজের ও গর্ভের উভয়েরই পুষ্টিসাধন করেন, সেইরূপ শ্রাদ্ধ হইতে দেবগণ নিজেদের এবং মানবদিগের পিতৃগণের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। †

---

* নামগোত্রং পিতৃনাং বৈ প্রাপকং হব্যকব্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধস্য মন্ত্রাস্তদ্বৎ তূপালভ্যশ্চ ভক্তিতঃ॥
*   *   *   *   *
অগ্নিষ্বত্তাদয় স্তেষা মাধিপত্যে ব্যবস্থিতাঃ।
কালেন্যায় গতং পাত্রে বিধিনা প্রতিপাদিতং॥
অন্নং নয়ন্তি তত্রৈতে জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে।
নাম গোত্রঞ্চ মন্ত্রশ্চ দত্তমন্নং নয়ন্তিতে॥
অপি যোনিশতং প্রাপ্তাংস্তাং স্তৃপ্তিরুপতিষ্ঠতি।
তেষাং লোকান্তরস্থানাং বিবিধৈর্নাম গোত্রকৈঃ॥
(গরুড় পুরাণ)

† বসুরুদ্রাদিতি সুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতা।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যানাং পিতৃন্ শ্রাদ্ধেষু তর্পিতাঃ॥

আর একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রেতগণও শ্রাদ্ধকালে যমরাজের কঠোর শাসন বিধান হইতে মুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত হন এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সহিত ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকেন। †

নানা পুরাণ হইতে এইরূপ অসংখ্য বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতার এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহার ইহকাল ও পরকালের অসীম মঙ্গল সংঘটিত হয়, ইহা দেখান যাইতে পারে।

শাস্ত্রীয়-চশমা খুলিয়া রাখিয়া, সাধারণ লোক-বিচার-চশমা চক্ষে ধরিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া, শ্রাদ্ধ ব্যাপারটিকে এখন একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক—যাঁহারা পরলোকে যাইয়া বসতি করিতেছেন, তাঁহাদের পবিত্র কণ্ঠস্বর পরপার হইতে এপারে অবস্থিত সাধারণ লোকের কর্ণরন্ধ্রে সকল সময় সমান ভাবে আসিয়া

আত্মানং গুর্ব্বিণী গর্ভমপি প্রীণাতি বৈ যথা।
দোহদেনে তথা দেবাঃ শ্রাদ্ধৈঃ স্বাংশ্চ পিতৃন্ নৃনাং॥
(গরুড়পুরাণ)

† শ্রাদ্ধকালে যমঃ প্রেতান্ পিতৃংশ্চাপি যমালয়াৎ।
বিসর্জ্জয়তি মানুষ্যে নিরয়াদপি কাশ্যপঃ॥
নিমন্ত্রিতাস্তু যে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে খগ।
প্রবিশ্য পিতরস্তেষু ভুক্ত্বা যান্তি স্বমালয়ম॥
(গরুড় পুরাণ)

পৌঁছিতে পারে না; এজন্য এখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে, পরলোকস্থিত জীবের কি ফললাভ হয়, তাহা তাঁহাদের মুখের কথায় আমাদের জানিতে পারিবার সহজ উপায় নাই; কাজেই শাস্ত্রীয় টেলিফোন কাণে ধরিয়া সে সকল তত্ত্ব অনেক সময় আমাদের জানিবার প্রয়োজন হয়। ইহলোক বা এপারে স্থিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতাদের অবস্থা অন্যরূপ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা কি ফললাভ হয় তাহা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া কতকটা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রিয়তম পিতা, মাতা, পত্নী, কিম্বা সন্তানের মৃত্যুর পরে, তাহার জীবাত্মার সদ্‌গতি কামনা করিয়া যিনি শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া যথাসময়ে যথাবিধি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, তিনি ক্রিয়া সম্পন্নের সঙ্গে সঙ্গে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। ঐ আনন্দ সুপেয় পানীয় বা সুখাদ্য-দ্রব্য নিজে উদরস্থ করা হইতে যে উৎপন্ন হয় নাই ইহা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় শ্রাদ্ধ দ্বারায় তাঁহার যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই শ্রাদ্ধ কর্ত্তার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার ঐ আনন্দ উৎপন্ন হয়। ঐ আনন্দ যে "প্রতিফলিত-আনন্দ" বা "প্রতিবিম্বিত-আনন্দ," ইহা মনে করিতে কোনই বাধা নাই। যাঁহারা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং পরলোকে আস্থাবান তাঁহাদিগকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উপায়ন্তর নাই।

যাঁহার সহিত ইহলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সহিত একটা মধুর পারলৌকিক সম্বন্ধ বিজড়িত রাখিবার পক্ষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ন্যায় আর দ্বিতীয় বস্তু জগৎ সংসারে কিছুই নাই। যাঁহার সহিত এ পৃথিবীর আর কিছুই সম্বন্ধ নাই, যাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইবার উপায় নাই, যাঁহার মুখের কথা কানে শুনিবার আর কোনই সম্ভাবনা নাই, ইচ্ছা করিলেও আর যাঁহাকে কোনরূপ শারীরিক সেবা করিবার সামর্থ্য নাই; এ অবস্থাতে তাহার সদ্‌গতি প্রাপ্তির বাসনাই, হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার একমাত্র সামগ্রী আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সেই বাসনাটীকে নিত্য সজীব ও সতেজ রাখিতে পারে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপকারিতা অপরিমেয়। এখন একটি ক্ষুদ্র সত্য ঘটনার অবতরণা করিয়া এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করিব। বহুদিন গত হইল এই প্রবন্ধ লেখকের পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ তিথিতে তাঁহাকে পরলোকবাসী পিতার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া পিণ্ডপাক এবং পিণ্ডদান করিতে দেখিয়া তাহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র কার্য্য শেষ হইলে তাঁহার নিকট আসিয়া আবদার করিয়া বলিয়াছিল—"বাবা, আপনি যেমন আপনার বাবাকে পরমান্ন পাক করিয়া খাওয়াইলেন আমারও ভারী ইচ্ছা করে তেমনি করিয়া পরমান্ন পাক করিয়া আপনাকে খাইতে দেই।" শিশুর ঐ ভাবের

অকপট অনুরাগ দেখিয়া এই প্রবন্ধ লেখককে সে সময়ে হাসিয়া বলিতে হইয়াছিল—"সে জন্য চিন্তা কি, আমি যখন মরিয়া যাইব, তখন তুমিও আমার জন্য এইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে আর পিণ্ড পাক করিয়া আমাকে এই মত খাইতে দিবে।" বালক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"না না, আমিত তাহা বলিতেছি না; মরিয়া গেলে নয়, এখনই এইমত করিয়া পরমান্নের পিণ্ড দিয়া আপনাকে খাওয়াইতে আমার ইচ্ছা করিতেছে!" হিন্দুর বাড়ীতে, হিন্দু গৃহকর্ত্তা, তাঁহার মৃত পিতা মাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া তাঁহার নিজ গৃহের শিশু সন্তান-সন্ততির কোমল হৃদয়ে যেরূপ পিতৃ-মাতৃ ভক্তির সজীব একটী বীজ রোপন করিয়া দিতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে অটল আস্তিকতার ভাব হৃদয়ে জাগাইয়া পরলোকে তাহাদিগকে দৃঢ় আস্থাবান করিতে পারেন। এরূপ আর কিছুতেই সম্ভবে না।

৮। ইহলোক বাসীদের সহিত পিতৃলোক বাসীদের আধ্যাত্ম সম্বন্ধকে সন্নিকট ও ঘনিষ্ঠতর করিবার কার্য্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কিরূপে সহায়তা করে ?

ইহার উত্তর পরিস্ফুট করিতে, প্রথমত ইহলোক বাসীদের সহিত পিতৃলোক বাসীদের অধ্যাত্ম সম্বন্ধটা যে কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এ চেষ্টার গন্তব্য

পথ—দর্শনশাস্ত্র। দার্শনিক আলোচনা—ইতিহাস, কাব্যের ন্যায় সহজ বোধ্য নহে; তথাপি যতদূর সাধ্য সরল ভাষায় ইহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করিয়া দেহ রক্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এই দেহ স্থূল পরমাণুতে সংগঠিত কাজেই তাহার ক্ষয়-ক্রিয়া হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে, দেহের উপাদান—সমশ্রেণীর স্থূল পরমাণু, যাহাতে থাকে, তাহাই কতকগুলি শরীরে যোগ করিয়া লইবার প্রয়োজন হয়। দেহের অবস্থা ভেদে, দেহ রক্ষোপযোগী ঐরূপ খাদ্যেরও অবস্থা ভেদ হইয়া থাকে। আমরা দেহ রক্ষার জন্য তৈল ঘৃতাদি স্নেহ দেহে বস্তু সংযোগ করি বা আহার করি; কিন্তু ঐ শ্রেণীর বস্তু, মাটিতে যে ক্রিমি থাকে, (যাহাকে এদেশের কোন কোন স্থানে কেঁচো এবং ইংরাজিতে Earth worm কহে) তাহাকে খাওয়াইলে সে মরিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, তাহার দেহ রক্ষার অনুকূল ঐ সকল বস্তু নহে। মাটিই তাহার প্রধান আহার্য্য বস্তু। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম মাটি হইতে রস আহরণ করিয়া, তাহাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। এমন অনেক জাতীয় লতা আছে, যাহারা বায়ু হইতে রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাদের দেহ রক্ষা করে। স্বর্গবাসী দেবতা এবং পিতৃ-লোকবাসী পিতৃগণ, তাঁহাদের অন্য উপাদানে সংগঠিত দেহের রক্ষা কার্য্যে, আমাদের এই স্থূল দেহ রক্ষোপযোগী স্থূল

আহার্য্য বস্তু অর্থাৎ ডা'ল, ভাত, মাছ, তরকারীর কিছু মাত্র মুখাপেক্ষী নহেন। ভাব প্রধান খাদ্যই তাঁহাদের আহার্য্য। ভাব প্রধান খাদ্যের মধ্যে "শ্রদ্ধা" একটি অতি উপাদেয় বস্তু। কাজেই দেব এবং পিতৃগণকে "শ্রদ্ধা"-রূপ তাঁহাদের অতি প্রিয় আহার্য্য দেওয়ার জন্যই আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিঋষিগণ পুনঃ পুনঃ এত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

স্থূলদেহের সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ায়, স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ আমাদের চিত্তে ভাবগুলি এখন পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, হৃদয়েও উপলব্ধি করিতে পারি না। কাজেই কোন একটা স্থূল বস্তুর সহিত শ্রদ্ধাকে জড়াইয়া, আমাদিগকে উহার আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন কেবল "প্রেম" যে কি বস্তু তাহা আমরা ধরিতে পারি না, বুঝিতেও পারি না; স্ত্রী, পুত্র বা কোন এক বন্ধুকে অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রেম আমরা ফুটাইয়া উঠাই। সেইরূপ "শ্রদ্ধা"কেও একটা স্থূল বস্তুর সহিত বিজড়িত করিয়া উহার ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য হই। এই জন্যই ঘৃতকে এবং বেদমন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অগ্নি মুখে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই সঙ্গে দেবতার প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়া থাকি। দেবতা, যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইয়া, আমাদের প্রদত্ত ঘৃত অঞ্জলিতে লইয়া মুখে তুলিয়া পান করেন না, পরন্তু

ঐ ঘৃতের সহিত আমরা যে "শ্রদ্ধা" দিয়া থাকি তাহাই তাঁহারা পান করেন এবং তাহাতেই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। কেবল ঘৃত তাঁহাদের পেয় বস্তু হইলে, মাড়ওয়ারী মহাজনদের গুদাম ঘরে হাজার হাজার টিনের কেনেস্তারা পূর্ণ ঘৃতের মধ্যে তাঁহারা অলক্ষিতে যখন তখন যাইয়া প্রবিষ্ট হইয়া, উদর পূর্ণ করিয়া ঘৃত পান করিয়া, স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারিতেন! সে সকল টীনের কেনেস্তারাতে দেবগণের আহার্য্য বস্তু "শ্রদ্ধা" নাই, কাজেই টীনের কেনেস্তারার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিও নাই। পিতৃগণের অবস্থাও ঐরূপ। তাঁহারাও দেবগণের ন্যায় "ভাব-খাদ্যেরই" ভোক্তা। তাঁহারাও ভাব-খাদ্যের ভিতর "শ্রদ্ধা" বলিয়া যে একটি অতি মধুর সামগ্রী আছে,—তাহাই পরমতৃপ্তির সহিত আহার করিবার জন্য, তাঁহাদের বংশধর দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকর্ম্মস্থলে আসিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ-কর্ম্মস্থলে পরমান্ন, মধু, ঘৃত, তিলকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রদ্ধা সেখানে রহিয়াছে, তাঁহারা দেখিতে পাইয়া থাকেন, সেই শ্রদ্ধাটুকু মাত্র উদরস্থ করিয়া, —ঠিক কথাতে বলিতে হইলে, হৃদয়স্থ করিয়া,—পরিতৃপ্ত হইয়া, নিজ-বাসস্থান-পিতৃলোকে তাঁহারা প্রস্থান করেন।

পিতৃগণের ভোজন পদ্ধতির এইরূপ কথা শুনিয়া কাহারও কাহারও ওষ্ঠ প্রান্তে হাস্য রেখা বিকশিত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু হাঁসিবার বা বিস্মিত হইবার বিষয়

উহাতে কিছুই নাই। পৃথিবীস্থ সকল জীবের ভোজন এবং ভুক্ত সামগ্রী পরিপাক-করণপদ্ধতি একরূপ নহে। ঝিঙ্গা, ইচা বা চিংড়িমাছের নিম্নাঙ্গে পাকস্থলী নহে, মস্তকের নিকটে তাহার ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার যন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। জলৌকার সমগ্র দেহটাকেই পাকস্থলী বিশেষ বলা যাইতে পারে। আমাদের দেহের পাকস্থলী নাড়িভুঁড়ির ন্যায়, বৃক্ষের পাকস্থলী বা নাড়িভুঁড়ি এবং দন্ত জিহ্বা না থাকিলেও তাহার খাদ্যরস অন্য পদ্ধতিতে পরিপাক হইয়া, তাহার দেহ পরিপুষ্ট হইবার পক্ষে কোনই বাধা হয় না। এই পৃথিবীর জীব-জন্তু-বৃক্ষ-লতার-মধ্যেই যখন তাহাদের নিজ নিজ দেহে গৃহীত বিভিন্ন প্রকারের আহার-সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে পরিপাক হইতে দেখা যায়, তখন অন্যলোকস্থিত সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতিতে গঠিত দেবগণের দেহ এবং পিতৃগণের দেহ অন্য পদ্ধতিতে পুষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্য প্রণালীতে রক্ষিত হইয়া থাকে শুনিলে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। "ভাব" যাঁহাদের খাদ্য, হৃদয় তাঁহাদের পাকস্থলীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে,—এমন কথা শুনিলেই বা আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইব কেন?

"ভাব-খাদ্য কিরূপ?" আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা ভাবে যাঁহারা বিভোর, তাঁহাদের কাহারও মুখে এমন একটা প্রশ্নও উঠিতে পারে। তাঁহাদের

কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে,—জীব যে পরিমাণ চৈতন্যমুখী, তাঁহার জীবন ও দেহ রক্ষার জন্য সেই পরিমাণে, কন্দ ফলমূলাদি জড় খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত, আর এক প্রকারের আহার্য্য-বস্তুর প্রয়োজন হইবে। এই প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে বুঝিবার জন্য এবং বুঝাইবার জন্য ইহাকেই "ভাব-খাদ্য" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইংরাজি অভিজ্ঞেরা হয়ত ইহাকে Spiritual food বলিতে চাহিবেন। কিন্তু ঐ শব্দটি দ্বারা প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপন হয় না বলিয়াই "ভাবখাদ্য" শব্দ এখানে ব্যবহার করিতে হইল। বৃক্ষ লতা গুল্মের দেহ রক্ষার্থে ঐ খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের জীবন ধারণ জন্য তাহাদিগকেও এ-খাদ্যের অনুসন্ধান করিতে হয় না। মানবের মধ্যে যাঁহারা পশুভাবাপন্ন তাঁহাদিগকেও এ খাদ্য আহরণ জন্য ব্যাকুল হইতে হয় না। মানবজাতীর মধ্যে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ কথঞ্চিত দেব-ভাবাপন্ন—যাঁহাদের প্রকৃতি চৈতন্যমুখী, তাঁহাদিগকেই এ খাদ্যের জন্য কিঞ্চিত ক্ষুধিত হইতে দেখা যায়। শ্রীমতী রাধা-কৃষ্ণ-ভাব মাত্র বুকের ভিতরে ধরিয়া বহু দিন অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াও জীবিতা ছিলেন। যোগিপুরুষেরা কেবল ব্রহ্ম-ভাব-অমৃত-রসপান করিয়াই বহুকাল জীবিত থাকিতে পারেন। ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থে এরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—উৎকট অসাধ্য পীড়াগ্রস্ত

রোগী, তাঁহার কোন প্রিয়জনকে দেখিবার প্রতীক্ষাতে, তাহার চিন্তাই হৃদয়ে লইয়া জীবিত ছিলেন, পরে আকাঙ্খিত ব্যক্তির দর্শন লাভ মাত্র জীবন ত্যাগ করিলেন। কেবল কোন না কোন একটা ভাবকে হৃদয়ে ধরিয়াই যে এই শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই সকল মানুষকে কথঞ্চিত ভাবাশ্রিত বলা যাইতে পারে। দেবগণ এবং পিতৃগণই প্রকৃত-প্রস্তাবে ভাবাহারী, যেহেতু তাঁহারা ভাবাত্মক দেহধারী জীব।

অস্ফুট-চৈতন্য লতা, গুল্ম হইতে পরিস্ফুট-চৈতন্ত দেব, ঋষি ও পিতৃগণ সকলেই নিজ নিজ সত্ত্বা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সযত্ন। নিজ নিজ অবস্থাতে, আত্মরক্ষার জন্ত যাহার যেরূপ দৈহিক উপাদান আহরণ করা প্রয়োজন, সে সেইরূপ উপাদান সংগ্রহের জন্য পরমা প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত। যে কারণে দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃস্তনে আকৃষ্ট ? ঠিক সেই কারণে দেবতাগণ এবং পিতৃগণ তাঁহাদের দেহের পুষ্টি সাধনোপযোগী শ্রাদ্ধাদি উপাদান দাতাদের প্রতি তুষ্ট। গরু যেমন তাহার তৃণজলদাতা গোপালকের উপরে অনুরক্ত হইয়া থাকে, মানুষ যেমন তাহার অন্নদাতার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকে, রোগী যেমন তাহার রোগমুক্তকারী চিকিৎসককে নিকটে দেখিলে প্রসন্ন-বদন হয়, পথশ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসিত পথিক যেমন তাহার শুষ্ককণ্ঠে সুশীতল জলদাতাকে প্রাণ খুলিয়া

আশীর্ব্বাদ করে, জল পিণ্ডদাতা-শ্রাদ্ধকারীর সহিত পিতৃগণের কতকটা সেই ভাবের ব্যবহার বুঝিতে হইবে। যাহার দ্বারা চিত্তের ও দেহের অনুকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। এই আকর্ষণ বা অনুরাগ হইতে, প্রত্যুপকার সাধনের সামর্থ্য স্থলে, উপকারীর প্রতি প্রত্যুপকার করিবারও প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। পিতৃপুরুষগণের, পিণ্ড-জল-দাতা শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতি এইরূপ একটা সুমধুর ভাবের বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া, সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। উপরি কথিত চিন্তাসূত্র ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে—যিনি যে পরিমাণ শ্রদ্ধার সহিত যতদূর নিয়মিতরূপে পিতৃ-অর্চ্চন কার্য্য যত অধিকবার সম্পাদন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণ পিতৃগণের অনুগ্রহ এবং অনুরাগ ভাজন হইতে পারিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। ইহলোকবাসী শ্রাদ্ধকর্ত্তার সহিত পরলোকবাসী শ্রাদ্ধে আহূত পিতৃগণের অধ্যাত্ম সম্বন্ধকে সন্নিকট ও ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য নিত্য-শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ন্যায় সাঁমগ্রী বিশ্বসংসারে আর কিছুই নাই।

৯। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অকরণের প্রত্যবায় কি ?

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ অকরণের প্রত্যবায় যাহা, অগ্রে তাহাই বলিতেছি।—সাধারণতঃ যে কোন নিত্য কার্য্য না করিলেই তজ্জন্য পাপ উদ্ভব হয় এবং অবস্থা বিশেষে

পতিত হইতে হয় * পাতিত্য জন্মিলে শাস্ত্রবিহিত কোন কার্য্য অনুষ্ঠানেই তাহার আর অধিকার থাকে না। **

বিশেষ বিশেষ সময়ে করণীয় শ্রাদ্ধ সকল না করিলে যে প্রত্যবায় হয়, এখন তাহাই আলোচনা করিব। বিষ্ণুসংহিতায় কথিত হইয়াছে—"অমাবস্যা, তিনটি অষ্টকা, তিনটি অন্বষ্টকা, প্রোষ্ঠপদী, ভাদ্র কৃষ্ণা এয়োদশী এবং নবান্ন, এই সমস্ত সময়কে প্রজাপতি নিত্য-শ্রাদ্ধের কাল বলিয়াছেন। ঐ সময় শ্রাদ্ধ না করিলে নরকে গমন করিতে হয়।"¶

---

* "বিহিতস্যানমুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ ভোজনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥"
(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক দ্রষ্টব্য)

** এই উপরি উক্ত শ্লোকে যে 'পতন' শব্দ লিখা আছে, উক্ত গ্রন্থের সংগ্রহকার সেই পতন শব্দের এই ভাবে ব্যখ্যা করিয়াছেন—

"বৈধকর্ম্মানধিকারি পাপ জননং পতনং" অর্থাৎ পতিত হইলে লোক বিধি বিহিত কার্য্যানুষ্ঠানের অনধিকারী হয়।

¶ "অমাবাস্যা স্তিস্রোহষ্টকা স্তিস্রোহন্বষ্টকা।
মাঘী প্রোষ্ঠপদ্যার্দ্ধকৃষ্ণত্রয়োদশী ব্রীহিযবপাকৌ চ ॥
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষকুর্ব্বাণো নরকম্প্রতিপদ্যতে ॥"
(বিষ্ণু সংহিতা দ্রষ্টব্য।)

'পরাশরমাধব' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—অমাবাস্যা, ব্যতিপাত, পূর্ণিমা এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় *

ভবিষ্যপুরাণে মহাদেবের মুখে এই বাক্য প্রকটিত হইয়াছে—"পিতা এবং মাতার মৃত্যুতিথিতে বৎসরান্তে যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ না করে,—আমি, মহাদেবী এবং হরি তাহার পূজা গ্রহণ করি না"। ¶

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রাদ্ধতত্ত্ব গ্রন্থে ভবিষ্যপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মহালয়া শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা এইভাবে দেখাইয়াছেন—"যে গৃহস্থ সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থান সময়ে শ্রাদ্ধ করে না, পিতৃ-নিশ্বাস দ্বারা পীড়িত হওয়ায় তাহার ধন ও পুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"†

---

* "অমাবাস্যাব্যতিপাতপৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ।
বিদ্বান্ শ্রাদ্ধমকুর্ব্বাণো প্রায়শ্চিত্তয়ে তু সঃ॥"
(পরাশর-মাধব দ্রষ্টব্য।)

¶ "মৃতাহনি পিতুর্যস্তু ন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমাদরাৎ।
মাতুশ্চৈব বরারোহে বৎসরান্তে মৃতাহনি॥
নাহং তস্য মহাদেবী পূজাং গৃহ্লাতি নো হরিঃ॥"
(ভবিষ্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।)

† "সূর্য্যে কন্যাগতে কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং যো ন গৃহাশ্রমী।
ধনম্ পুত্রাঃ কুতস্তস্য পিতৃনিঃশ্বাস পীড়নাৎ॥"
(ভবিষ্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।)

ভবিষ্যপুরাণের আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি আপন পিতা মাতার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে না, সে 'তমিস্রা' নামক ঘোর নরকে গমন করে।‡

শ্রাদ্ধ অকরণের প্রত্যবায় প্রতিপাদক এইরূপ শাস্ত্রীয় উক্তি সকল পুরাণ এবং স্মৃতিগ্রন্থের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রাদ্ধ না করায় কি ক্ষতির সম্ভাবনা, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যে কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফল লাভের প্রত্যাশা করা যায়, সে কার্য্য না করিলে, সেই ফললাভ হইতে যে বঞ্চিত হইতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃলোকের প্রসন্নতা লাভ এবং সেই প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন একটা শুভাদৃষ্টফলে, শ্রাদ্ধ কর্ত্তার শারীরিক পুষ্টি এবং বৈষয়িক সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ না করিলে এই সকল লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

---

‡ "(ভোজকো) যস্তবৈ শ্রাদ্ধং ন করোতি খগাধিপ ॥
মাতাপিতৃভ্যাং সততং বর্ষে বর্ষে মৃতেঽহনি ॥
স যাতি নরকং ঘোরং তমিস্রং নাম নামতঃ ॥"

(ভবিষ্যপুরাণ দ্রষ্টব্য ।)

যিনি পরলোক মানেন এবং পরলোকবাসী পিতৃ-গণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পিতৃগণ তাঁহাদের তৈজসদেহের পুষ্টির জন্য ইহলোকবাসীর প্রদত্ত "শ্রদ্ধার" কতকটা মুখাপেক্ষী হইয়া রহেন। তাঁহারা, তাঁহাদের প্রিয়তম বংশধরগণের নিকট হইতে যথা নির্দ্দিষ্টকালে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সময়ে শ্রদ্ধাসমন্বিত পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ না করায়, তাঁহাদের যখন সেই প্রবল প্রত্যাশা বিফল হয়, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন। পিতৃপুরুষগণের সেই হতাশা হইতে সমুৎপন্ন একটা দুরদৃষ্ট তাঁহাদের বংশধরগণের বৈষয়িক উন্নতি সাধন পক্ষেও যে কতকটা বাধা জন্মাইয়া থাকে ইহা আমরা অতি সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি। লৌকিক দৃষ্টিতে, ইহা শ্রাদ্ধ অকরণের একটি প্রধান অনিষ্টকারিতা-রূপ ফল।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে, প্রতিবাসী, পরিচিত বন্ধুবান্ধব, কুটুম্ব স্বজন, গুরু পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত আমাদের সামাজিক আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিবারও একটি সুযোগ আমরা পাইয়া থাকি। শ্রাদ্ধ অকরণে এই সুযোগটি আমাদিগকে হারাইতে হয়। এই ক্ষতির মূল্যও সামান্য নহে। শ্রাদ্ধ না করায় আমাদের যে কিঞ্চিৎ অর্থ রক্ষা হইতে পারে, উপরি উক্ত ক্ষতির তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা হিন্দু-সমাজ হইতে তুলিয়া দিলে হিন্দু সমাজের সামাজিক লাভ লোকসানের দৃষ্টিতে আরও যে সকল ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, পরের প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিবার স্থল পাওয়া যাইবে।

১০। লৌকিক স্থূল দৃষ্টিতে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রয়োজন কিরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে?

শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশকে আশ্রয় করিয়া, লৌকিক বিচাররূপ পথ ধরিয়া অতি সাবধানে চলিলে, তবেই উপরিউক্ত প্রশ্নের সদুত্তর সংগ্রহ করিতে আমরা সমর্থ হইব। শাস্ত্র,—আমাদের দিগ্দর্শন যন্ত্র (Compass) স্বরূপ। বিচার,—আমাদের রাজমার্গ। আর বিবেক,—আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু মুদিয়া দিগ্দর্শন যন্ত্রটি পকেটে লইয়া, প্রশস্ত পথ ত্যাগ করিয়া, অপথে চলিতে চাহিলে, আমরা প্রতি পাদ-নিঃক্ষেপে বিড়ম্বিত হইব মাত্র। সুপ্রসস্ত সনাতন পথের অগ্রগামী পথিক হইতে ইচ্ছুক হইলে, এ সকলেরই সহায়তা সময় বিশেষে আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কেবল সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশকে আশ্রয় করিয়া, শ্রাদ্ধ ব্যাপারটিকে বুঝিতে প্রয়াস না করিয়া, এজন্য সঙ্গে সঙ্গে স্থূল লৌকিক-বিচার ধরিয়াও উহা বুঝিতে একটু চেষ্টা করা এসময়ে আমাদের

প্রয়োজন হইয়াছে। এই ভাবে এই বিষয়টি বুঝিতে চাহিলে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের—অর্থাৎ মানব জাতির—প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার দিকে একবার একটু দৃষ্টি করিতে হইবে।

এসংসারে প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই প্রকৃতিতে এক একটি বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকিয়া, অন্য হইতে তাহার পার্থক্য রক্ষা করিতেছে। যে সকল বিশিষ্টতা দ্বারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ হইতে মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থাপন্ন-জীবে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দায়িত্ববোধ একটি প্রধান। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের দায়িত্ববোধ-বৃত্তি আদৌ নাই, মানুষের হৃদয়ে দায়িত্ববোধ শক্তি নামক একটি বিশেষ বৃত্তি আছে;—মানুষের ইহাই বিশিষ্টতা; ইহাতেই মানুষকে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—আহার নিদ্রা ভয় ও বংশ-বৃদ্ধিকরণ স্পৃহা পশুতে এবং মানুষে তুল্য ভাবে রহিয়াছে, কেবল ধর্ম্মই পশু হইতে মনুষ্যকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।* এরূপ উক্তি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। কারণ 'নাস্তিক' প্রভৃতি মতাবলম্বীরা কোন ধর্ম্মাবলম্বী না হইয়াও মানব আখ্যা হইতে বিচ্যুত নহেন। দায়িত্ববোধ বৃত্তি হিন্দু অহিন্দু আস্তিক নাস্তিক সকলের

* "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥
(হিতোপদেশ)

হৃদয়েই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই দায়িত্ববোধ বৃত্তি, যে মানুষে যতখানি পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া পড়ে, সে মানব-সমাজে ততই উন্নত ও উচ্চ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিহিত এই দায়িত্ববোধ বৃত্তির বীজ, যাহা অনুদ্গত অবস্থাতে থাকে তাহার পরিস্ফুটন এবং পরিপুষ্টি-সাধন করাই হইতেছে—আমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রায় সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত প্রগাঢ় রহস্য। আমাদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি নিত্য করণীয় অনুষ্ঠান গুলিকেও এই লক্ষ্য অভিমুখী ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করিয়া লইতে বাধা নাই। এই প্রস্তাবের এক স্থানে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে—দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ হইতে আংশিক বিমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ও পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাঁদের নিকট হইতে আমরা যে সকল উপকার পাইয়াছি এবং এখনও যে সকল উপকার পাইয়া থাকি এবং সে জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটে যে অশেষ প্রকারে ঋণী বা দায়ী হইয়া রহিয়াছি সেই কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণে জাগরিত করিয়া রাখিবার জন্য ঐ ত্রিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অবশ্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে যে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে, এমনটাই বা আমরা মনে না করিতে পারিব কেন ?

এখন একটা স্থূল দৃষ্টান্তের সহিত বিজড়িত করিয়া

এই "দায়িত্ববোধ" বিষয়টাকে আমরা বুঝিতে একটু চেষ্টা করিব। ইদানীং অনেক সংবাদপত্রে "Responsible Governmeut" প্রভৃতি কথার আলোচনা আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। যেথানে রাজশক্তি, প্রজাপুঞ্জের নিকটে তাঁহার কৃত কার্য্যের জন্য দায়ী রহিয়াছেন মনে করেন এবং সেইভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাজ্য-শাসন-সংরক্ষণ কার্য্য পরিচালনা করেন, সেইখানে সেইরূপ রাজশক্তিকে Responsible Government বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেথানে সেরূপ অবস্থা নহে, অর্থাৎ দায়িত্ববোধ বিবর্জ্জিত রাজা যেথানে রাজ্য শাসন করেন, সেথানকার রাজ্যশাসন পদ্ধতিকে Irrisponsible Government বলা হয়। প্রজার নিকট দায়িত্ববোধশূন্য রাজশক্তি, রাজার প্রতি কর্ত্তব্য-বোধ-হীন রাজভক্তি-বিবর্জ্জিত প্রজাপুঞ্জের জন্মদাত্রী বলিয়া কথিত হয়। যে দেশে এইরূপ যথেচ্ছাচারী রাজা এবং এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রজা বাস করেন, সে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য্য। ঘোর অশান্তির রঙ্গমঞ্চে সে দেশ অনতিবিলম্বে পরিণত হয়। সেইরূপ যে গৃহে, পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান-রহিত পিতা, এবং পিতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান পরিশূন্য পুত্র বাস করেন, অথবা যে সংসারে স্বামীর প্রতি দায়িত্ববোধ বিবর্জ্জিতা স্ত্রী, এবং স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ববোধ বিহীন স্বামী বাস করেন, সেথানেও পূর্ণ মাত্রায় অশান্তি বিরাজ করিতে দেখা যায়। মানব হৃদয়ের দায়িত্ববোধ বৃত্তি হইতে যেমন

একদিকে বিশুদ্ধ প্রেম-বিমিশ্র কৃতজ্ঞতার সুনির্মল ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে, তেমনই অন্যদিকে, আবার কর্ত্তব্য-পালন বুদ্ধি সতেজে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মানবীয় দায়িত্ববোধের পরিস্ফুটন চেষ্টা এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে এত দিক দিয়া এত অধিকপরিমাণে করা হইয়াছে,, দেখিতে পাওয়া যায়। এত দায়িত্ববোধ-হীনতার নিন্দাবাদ আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে এই জন্যই এত অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পিতা মাতার নিকটে সন্তান, আপনাকে সর্ব্বক্ষণ কতদূর ঋণী জ্ঞান করিবেন, তাহাই দেখাইবার জন্য এবং সন্তানের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা সংমিশ্র বিশুদ্ধ ভক্তিরস উদ্রেকের জন্য পর-লোকগত মাতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড দান সময়ে যে সকল শাস্ত্র নির্দ্দেশিত কথা সন্তানকে স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে হয়, এখানে তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"দশমাসোদরে গর্ভং ধৃতো মাত্রা সুদুঃখিতঃ।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১।

মহতী বেদনা দুঃখং জননে চাপি পুষ্কলম্।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ২।

সম্পূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নম্।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩।

শিথিলে গাত্রবন্ধেতু মাতুঃ স্যাৎ পরিবেদনম্।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪।

গাত্রভঙ্গেন যন্মাতুর্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতং।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ।

বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপসনেন চ।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৬ ।

মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপ দুঃখিতা।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৭ ।

যৎপিবেৎ কটুদ্রব্যানি ক্বাথানি বিবিধানি চ।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৮ ।

অনেক যাতনা মাতুঃ প্রাণান্ত-দুঃখ-সম্ভবাঃ।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ।

জাতস্য নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ গতোঽহস্যতঃ।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ।

নীচোচ্চক্রমণে দুঃখং গর্ভে দুরাচ্চ সংস্থিতে।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ।

তৃষার্ত্তায়াস্তু যদ্দুঃখং শুষ্ককণ্ঠে চ তালুনি।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ।

রাত্রৌ মুত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নম্।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৩ ।

দুর্লভানি তু ভক্ষ্যাণি রুদত্যাশ্যন্তরে সতি।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪।

ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্দুঃখং মাতুশ্চ ব্যাধিতে।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৫।

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্যন্মাতা দুঃখিতা সদা।
তস্য নিষ্কৃতি-কার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং॥" ১৬।

উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যগুলির মর্ম্মানুবাদ এই—

মাতৃদেবী অত্যন্ত দুঃখের সহিত দশমাস উদরে গর্ভধারণ করিয়া ছিলেন, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ড দান করিতেছি। ১।

তিনি অত্যন্ত বেদনা দুঃখ সহ্য করিয়া ছিলেন, এবং জনন সময়ে আরও দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ২।

দশম মাস সম্পূর্ণ হইলে মাতাকে অত্যন্ত পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৩।

গাত্রবন্ধ শিথিল হইলে মাতার অত্যন্ত পরিবেদনা হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৪।

গাত্রভঙ্গে (শরীর বেদনায়) যে মাতার নিশ্চিত মৃত্যু হইবার সম্ভব ছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৫।

ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা এবং অগ্নি দ্বারা যে শরীর শোষণ করাইতে হইয়াছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৬।

মাতা আমার জন্য মাঘ মাসে এবং গ্রীষ্মকালে যে শিশির ও আতপ দ্বারা দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৭।

মাতা আমার জন্য যে সমস্ত কটুদ্রব্য এবং বিবিধ কাথ পান করিয়াছিলেন, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৮।

প্রাণান্ত দুঃখে মাতার যে অনেক যাতনা হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ৯।

জাত পুত্রের নিধন জন্য, পালন জন্য এবং অন্য স্থানে গমন জন্য মাতার যে দুঃখ হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১০।

উচ্চনীচ স্থানে গমনে এবং দূর হইতে গমন জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১১।

পিপাসিত হইয়া কণ্ঠ এবং তালু শুষ্ক হইলে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১২।

রাত্রিতে বিষ্ঠামূত্র দ্বারা আমার জন্য যে মাতার গাত্র-পীড়ন হইয়াছিল, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১৩।

সন্তানের ক্রন্দনের জন্য মাতার যে ভক্ষণও দুর্লভ হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১৪।

সন্তান ক্রোড়ে থাকিলে ভক্ষণের সময় এবং সন্তান পীড়িত হইলে মাতার যে দুঃখ হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১৫।

এইরূপ বহু প্রকার দুঃখ দ্বারা যে মাতা সর্ব্বদা দুঃখিতা হইতেন, তাহার নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতাকে পিণ্ডদান করিতেছি। ১৬।

মনোনিবেশ সহকারে, এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে, অনায়াসে ইহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে—একদিকে যেমন সন্তানের চিত্তে পরলোকগত মাতার প্রতি পবিত্র-কৃতজ্ঞতা ভাবের উদ্রেক করিয়া তাহার চিত্তকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এবম্বিধ মাতৃঅর্চ্চনার অবতরণা করা হইয়াছে, তেমনই পরলোকবাসিনী মাতৃদেবীকেও সন্তানের অনুকূলে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুষ্ঠিত নানাবিধ অতীত কার্য্যের স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া দিবার একটা চেষ্টাও সুকৌশলে ইহার ভিতর বিন্যস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

কোন কোন নাস্তিকভাবাপন্ন তার্কিকের চিত্তে এমন একটা উৎকট চিন্তা উঠিতে পারে যে,—স্ত্রী পুরুষেরা নিজ সুখ সাধনের জন্য যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং তাহারই ফলে যখন সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন সন্তানকে তাহার হৃদয়ে আজীবন পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করিয়া রাখিবার আদৌ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। এ যুক্তিরমূলে, সন্তান

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, পিতামাতা কর্ত্তৃক তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা অনাবশ্যক। তাহাকে লালন পালন করিয়া এবং লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার চেষ্টাও নিষ্প্রয়োজন। পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বিত্ত-সম্পত্তিও রাখিয়া না দিয়া নিজেই উহা ভোগ করিয়া শেষ করিয়া দিলে, ঐ অবস্থাতে কোনই দোষের কথা ছিল না। মানুষে যখন এরূপ আচরণ করে না, পরন্তু নিজেরা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াও যখন অনেক পিতা মাতা পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখেন দেখিতে পাওয়া যায়, এ অবস্থাতে পুত্রকে জীবিত এবং মৃত পিতামাতার প্রতি আজীবন প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিতেই হইবে। যেখানে সে কৃতজ্ঞতার অভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানে মানুষ মনুষ্যত্বের উচ্চ আসন হইতে স্খলিত হইয়া, পশুত্বে যে নামিয়া পড়িয়াছে ইহা বলিতেই হইবে। বেদাদি-শাস্ত্র-বিদ্বেষী নাস্তিকেরা, মানুষকে পশুত্বে নামাইতে চাহেন, আর শাস্ত্র-বিশ্বাসী আস্তিকেরা মানুষকে দেবত্বে উঠাইতে চাহেন,—এত-দুভয়ের পার্থক্য এই স্থানে। শাস্ত্রবিধি অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা মানব মণ্ডলীর স্তর হইতে উর্দ্ধে উঠিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উর্দ্ধে আরোহণের প্রথম সিঁড়ির ধাপই হইতেছে—মৃত পিতামাতার প্রতি সদা হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ভাব পোষণ, পিতৃমাতৃ অর্চ্চন এবং যথাকালে যথা বিধানে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ অনুষ্ঠান। এই পথের দ্বিতীয় সোপান হইতেছে,

—ঋষিগণের প্রতি অন্তরে কৃতজ্ঞতা ভাব পরিপোষণ, ঋষি-অর্চ্চন, ঋষি তর্পণ এবং বিশ্ব-মঙ্গলকামী ঋষিদের উচ্চ-আদর্শ হৃদয়ে সংস্থাপন। এই মার্গের তৃতীয় সোপান হইতেছে—দেবতাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাব হৃদয়ে ধারণ, দেব-অর্চ্চন, বিশ্বপ্রেমিক দেবদেবীগণের মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করণ এবং তাহারই ধ্যান ধারণা ও সদা চিন্তন। এই ভাবে শাস্ত্রবিধি অবলম্বন করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে, মানুষ অনতি-বিলম্বে সেই মহদুচ্চস্থানে যাইয়া উপনীত হইবে, যেখান হইতে সমগ্র জগৎসংসারকে আপ্তবৎ প্রতীয়মান করা যাইবে। ইহারও উপর স্তরে, আরও উর্দ্ধে, যাহা কিছু রহিয়াছে, মানবীয় জ্ঞানদৃষ্টি আজিও তাহার নিকটে যাইয়া পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই; কাজেই এখানে থাকিয়া সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মানুষের ঊর্দ্ধগতির পথ উপরে যে ভাবে আঁকিয়া দেখা-ইতে চেষ্টা করা হইল, ইহা এই প্রস্তাব লেখকের স্বকপোল-কল্পিত কাব্যকথা নহে,—ইহা শাস্ত্র নির্দ্দেশকে অবলম্বন করিয়াই বর্ণিত। আমাদের শাস্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা ও অনুশীলন করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, এ সকল কথার প্রতিঅক্ষরের সত্যতা অপনা হইতেই আমাদের সম্মুখে খুলিয়া পড়িবে। যাঁহারা এই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আরও পরিস্ফুট করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ ও তর্পন

সম্বন্ধীয় সংস্কৃত বচনগুলির ভাবার্থ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি।

প্রথমত আমরা দেখিতে পাইতেছি,—পিতা বা মাতার মৃত্যু হইবামাত্র তাঁহার সদ্গতি লাভের জন্য সন্তানের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাই করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধান করিয়া রাখা হইয়াছে। পিতামাতার সহিত সন্তানের অতিঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্বন্ধ থাকাতে এবং পিতারই একাংশ সন্তানরূপে পরিণত হয়, এই হেতুতে পিতার সহিত পুত্রের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যতদূর প্রগাঢ়, এরূপ আর কোন স্থলেই নহে। পিতার মৃত্যু হইবামাত্র, এমনকি পিতার মৃত্যু সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ সদ্গতি লাভের জন্য পুত্রকে নানা রূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই রূপ কার্য্যে যে পিতার প্রতি পুত্রের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রদর্শন এবং উপকার প্রাপ্তির প্রতিদান চেষ্টা মাত্রই পরিলক্ষিত হয়, তাহাই নহে, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাদ্বারা নিজের উর্দ্ধগতি লাভেরও একটি সদুপায় সৃষ্টি করিয়া রাখা হয়। পিতা, পুত্রের যত্নে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে সমর্থ হইলে, তথা হইতে পুত্রকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা থাকা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। পুত্রের পৃথিবীতে অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাহার পার্থিব উন্নতি এবং পুত্রের দেহান্ত হইবার পরে, তাহার পারলৌকিক উর্দ্ধগতি প্রাপ্তির পক্ষে, পিতৃলোকবাসী পিতা, এ অবস্থায় তাঁহার যথাশক্তি চেষ্টা না করিবেন

কেন ? আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষুর উপরে দেখিতে পাইতেছি, একজন শিক্ষিত যুবক, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে উন্নীত হইয়া তাঁহার পুত্রেরও ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ পদপ্রাপ্তির জন্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের নিকটে যাইয়া অশেষপ্রকারে কতই যত্ন উদ্যোগ করিয়া থাকেন। পিতৃলোক-বাসী পিতৃগণ তাঁহাদের অধস্তন বংশধরকে যথাকালে পিতৃলোকে লইবার জন্য যে যত্নশীল থাকেন, ইহা আমরা অনায়াসেই মনে করিতে পারি। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার এই পরোক্ষ উপকারিতা সামান্য নহে। এতদ্ভিন্ন সমাজ-হিতকর প্রশস্ত দৃষ্টিতে আর একটি উপকারিতা এ ক্ষেত্রে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এ বিষয়ও এখানে একটু উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুর হৃদয়কে যেরূপ ক্রমে উদার এবং সুপ্রশস্ত করিয়া উঠায়, এরূপ আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্ভবে কি না সন্দেহ। কেবল নিজের পিতামাতা, পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয় জনের মঙ্গল বিধানার্থেই, হিন্দুর শ্রাদ্ধতর্পণাদির অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত হয় নাই ;—ক্রমে নিকট হইতে দূর, এবং দূর হইতে আরও দূর, ক্রমে পরিচিত হইতে অপরিচিত, ক্রমে স্বজাতীয় মানব হইতে অপরিচিত মানবমণ্ডলী, ক্রমে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, কীট্, পতঙ্গ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব, জন্তু, লতা, গুল্ম, পর্ব্বত, নদী পর্য্যন্তেরও মঙ্গল কামনাতে অভিষিক্ত করিয়া প্রত্যহ তর্পণের

জলদান করিবার বিধান এক হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।* এইরূপ বিশ্বজনীন মঙ্গল কামনার দৈনন্দিন অনুশীলনে অনুষ্ঠাতার হৃদয়, ক্রমে কতদূর প্রসস্ত হইয়া পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সময়ে, নিজের পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে, যাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিবার

---

*নিম্নলিখিত বচন উচ্চারণ করিয়া তর্পণ জল দান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে—

"দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভকাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥"

যাজ্ঞবল্ক্য তর্পণ বিষয়ে আরও বিষদরূপে লিখিয়াছেন যথা—

"ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণু রুদ্রং প্রজাপতিং।
বেদান্ ছন্দাংসি দেবাংশ্চ ঋষীংশ্চৈব তপোধনান্॥
আচার্য্যাংশ্চৈব গন্ধবানাচার্য্য-তনয়াংস্তথা।
সম্বৎসরং সাবয়বং দেবীরপ্সরসস্তথা॥
তথা দেবান্ নগান্ নাগান সাগরান্ পর্ব্বতানপি।
সরিতোঽথ মনুষ্যাংশ্চ যক্ষান্ রক্ষাংসি চৈব হি॥
পিশাচাংশ্চ সুপর্ণাংশ্চ ভূতান্যথ পশূংস্তথা।
বনস্পতীনোষধীংশ্চ ভূতগ্রামাংশ্চতুর্ব্বিধান্॥
সব্যং জানুং ততোঽন্বাচ্য পাণিভ্যাং দক্ষিণামুখঃ।

কেহই জগতে নাই, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে একটি পিণ্ডদান করিতে হয়।* গয়া বিষ্ণুপদে পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান-সময়ে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের চরাচর সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এখন আমাদিগকে গয়ালী ঠাকুর যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া থাকেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ—

"আমাদের কূলে যাঁহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও যাঁহাদের উত্তমা গতি প্রাপ্তি হয় নাই, তাঁহাদিগকে কুশপৃষ্ঠে তিল আর জল দ্বারা আবাহন করিতেছি। এবং মদীয় মাতামহবংশে যাঁহারা মরিয়াছেন ও যাঁহাদের সদ্গতি হয় নাই তাঁহাদিগকেও আবাহন করিতেছি। বন্ধুবর্গকূলেও যাঁহারা মরিয়া সদ্গতি লাভ করেন নাই তাঁহাদিগকেও আবাহন করিতেছি। আমাদিগের পিতৃবর্গ, মাতৃবর্গ এবং মাতামহগণ, ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষাদি স্তম্ব পর্য্যন্তরূপে—দেব, ঋষি বা মনুষ্যরূপে যে প্রকারে আছেন, সেই প্রকারে থাকিয়াই তাঁহারা এই তিলোদক প্রদান দ্বারা প্রীতিলাভ করুন। সপ্তদ্বীপবাসী অথবা এককোটি বংশজাত ব্যক্তিরা ব্রহ্মলোক হইতে যে ভূবনে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে

তল্লিঙ্গৈস্তর্পয়েন্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বান্ পিতৃগণাংস্তথা ॥
মাতামহাংশ্চ সততং শ্রদ্ধয়া তর্পয়েৎ দ্বিজ ॥"

* যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্নতথান্নোহস্তি তে তৃপ্যন্তু"—ইত্যাদি।

এই সকল তিলোদক প্রদত্ত হইতেছে। আমাদের বংশজাত যে সমস্ত ব্যক্তি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন এবং যাঁহাদিগের সদ্গতি হয় নাই তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে এই সকল পিণ্ড প্রদান করিতেছি। মদীয় মাতামহবংশীয় যাঁহারা কালকবলে পতিত হইয়াছেন, অথচ সদ্গতি প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য পিণ্ডদান করিতেছি। মদীয় বন্ধুগণের বংশে যাঁহারা অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এই পিণ্ডদান করিতেছি। আমাদিগের কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া অজাত-দন্ত অবস্থায় কিম্বা গর্ভে যাঁহারা নষ্ট হইয়াছেন, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ পিণ্ড দিতেছি। আমাদিগের কূলে মৃত যাহাদিগের অগ্নিসংস্কার হইয়াছে, অথবা হয় নাই, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ পিণ্ডদান করিতেছি। উক্ত ত্রিন কূলের মধ্যে যাঁহারা দাবাগ্নিতে বা সিংহ ব্যাঘ্র, দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ পিণ্ডদান করিতেছি। আমাদিগের কূলে যাঁহারা উদ্বন্ধনে অথবা বিষ বা শস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছেন কিম্বা কোন প্রকারে আত্মহত্যা করিয়াছেন তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ পিণ্ড দিতেছি। যাঁহারা কাল সূত্রে রৌরব নামক নরকে বা অন্ধতামিস্র নিরয়ে গিয়াছেন তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ পিণ্ড দিতেছি। যাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে নানারূপ দুষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং

যাঁহাদিগের নরজন্মপ্রাপ্তি হওয়া দুর্লভ তাঁহাদের পরিত্রাণার্থ পিণ্ড প্রদান করিতেছি। মদীয় পিতৃগণ যাঁহারা যেরূপে আছেন, তাঁহারা এই পিণ্ড দ্বারা প্রীতিলাভ করুন। যাঁহারা বান্ধব-রহিত, ইহলোকে মদীয় বন্ধু, অথবা জন্মান্তরে বন্ধু ছিলেন, তাহাদিগের পরিত্রাণার্থ এই পিণ্ড প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহাদের অক্ষয় সন্তোষলাভ হউক।" *

---

* "অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥
মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈ ॥
বন্ধুবর্গ কুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহোদয়ঃ ॥
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং ॥
অস্মৎকূলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
মাতামহকূলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
বন্ধুবর্গ কূলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥

মানব হৃদয়ের উচ্চভাব বিভাসক, বিশ্বপ্রেম প্রবর্দ্ধক, সর্ব্বমঙ্গলবিধায়ক এবম্বিধ শ্রাদ্ধ তর্পনাদি কার্য্যানুষ্ঠানের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন কল্পে এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, আস্তিক হিন্দুযুবককে বুঝাইবার জন্য তাহাই পর্য্যাপ্ত মনে করি। যাঁহারা শ্রাদ্ধ-তর্পণের

অজাতদন্তা যে কেচিদ্ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথা পরে।
বিদ্যুচ্চৌর হতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
দাব দাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষ-শস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥
যে কেচিৎ প্রেতরূপেন বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্ত পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥"

মঙ্গলকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াও সময়াভাব বা অর্থাভাব বা সামর্থ্যাভাব মনে চিন্তা করিয়া এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত রহেন, সেরূপ হৃদয়বান পুরুষগণের উদ্দেশে, এই প্রস্তাবের উপসংহার কালে, দুই একটি কথা নিবেদন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। রজ-প্রধান ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ধনীগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণ সময়ে সোণা-রূপার টাট কোশাকুশী ঘট কোটরার ছড়াছড়ি বা নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত ভাট ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক ভোজনের হুড়াহুড়ি যতই হইতে দেখা যাউক না কেন, সাত্বিক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ তর্পণা-নুষ্ঠানে এ সকলের আদৌ কোন প্রয়োজনই হয় না। বরং শাস্ত্রে আড়ম্বর-হীন-ভাবে শ্রাদ্ধদিনে অতি অল্প সংখ্যক শুদ্ধা-চারী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবারই ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাঁহার ঘৃত মধু পরমান্নের সংস্থান নাই, বন্য ফল-মুল আহরণ করিয়াও তাঁহার পিতামাতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতে পারে। তদভাবে কেবল এক অঞ্জলী জলেও যে শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইতে পারে এমন কথাও এই প্রস্তাবের একস্থানে ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। "সময়াভাবের" পক্ষে ইহা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, অসমর্থ স্থলে কেবল—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ॥"

উচ্চারণ করিয়া তিলোদকাঞ্জলী দিয়াও নিত্য তর্পণ কার্য্য শেষ করা যাইতে পারে। এতটুকু উচ্চারণ করিতেও

যাঁহার সময়াভাব, তিনি "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু" বলিয়া এক অঞ্জুলী জল ঢালিয়া দিয়াও তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন। সময়াভাবে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। যে ভাগ্যবান দরিদ্র মহাপুরুষের হৃদয় ভাণ্ডার ঘরে শ্রদ্ধারূপ অমৃতরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাঁহার আবার বিশ্বসংসারে অভাব কি বস্তুর? যাঁহার বুকের ভিতরে কর্ত্তব্যবুদ্ধি রহিয়াছে, তাঁহার আবার সামর্থ্যের অভাব কোথায়? যে ব্রাহ্মণ, প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্ঠাবান-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব, তাঁহার আবার কর্ত্তব্যবুদ্ধিরই বা অভাব থাকিবে কি কারণে? ফল কথা, যেখানে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে এবং ইচ্ছা আছে, সেখানে সময়াভাব, অর্থাভাব বা সামর্থ্যাভাব হয় না। এরূপ কোন বাধা বিঘ্নের চিন্তাই হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান পথে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তিষ্ঠিতে পারে না। এ সময়ে আমাদের অভাব—সময়ের, অর্থের বা সামর্থ্যের নহে, অভাব কেবল ইচ্ছার। ইচ্ছাপ্রসবিনী জগজ্জননী, হিন্দুর নির্ব্বাপিত হৃদয়ে, হিন্দুর কর্ত্তব্য-পালনের ইচ্ছাকে আবার কবে প্রদীপ্ত করিয়া দিবেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন!